# ভগবৎ-দর্শন

হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের পত্রিকা

প্রতিষ্ঠাতা আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা।

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের ট্রাস্টি শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ ● সম্পাদক শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ ● সহ-সম্পাদক শ্রী নিতাই দাস ও সনাতন গোপাল দাস ● সম্পাদকীয় পরামর্শক পুরুষোত্তম নিতাই দাস ● অনুবাদক স্বরাট মুকুন্দ দাস ও শরণাগতি মাধবীদেবী দাসী ● প্রুফ সংশোধক সুধাম নিতাই দাস ও সনাতনগোপাল দাস ● প্রবন্ধক জয়ন্ত চৌধুরী ● প্রচ্ছদ/ডিটিপি শ্রবণ ধারা ● হিসাব রক্ষক বিদ্যাধর দাস ● গ্রাহক সহায়ক জিতেন্দ্রিয় জনার্দন দাস ও ব্রজেশ্বর মাধব দাস ● সৃজনশীলতা রঙ্গীগৌর দাস ● প্রকাশক ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের পক্ষে সত্যদর্শী নন্দা দ্বারা প্রকাশিত ● অফিস অজন্তা অ্যাপার্টমেন্ট, ১০ গুরুসদয় রোড, ফ্ল্যাট ১-বি, কলকাতা-৭০০০১৯, মোবাইলঃ ৯০৭৩৭৯১২৩৭, মেলঃ btgbengali@gmail.com

বাৎসরিক গ্রাহক ভিক্ষা ভগবৎ-দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার (বুক পোস্ট) ১ বছরের জন্য - ২৫০ টাকা, ২ বছরের জন্য - ৫০০ টাকা ● ভগবৎ-দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার (রেজিস্ট্রি পোস্ট) ১ বছরের জন্য - ৫০০ টাকা ● ভগবৎ-দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার (ক্যুরিয়ার সার্ভিস) ১ বছরের জন্য - ৫০০ টাকা (কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গে), ১ বছরের জন্য - ৭২০ টাকা (পশ্চিমবঙ্গের বাইরে) ● মানি অর্ডার উপরিউক্ত ঠিকানায় ডাকযোগে পাঠান অথবা নিম্নলিখিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে আপনার গ্রাহক ভিক্ষার টাকা জমা করুন।

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক (কোলকাতা প্রধান শাখা)
৭, শেক্সপিয়ার সরণী, কোলকাতা
ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর - ০০৫০১০১০০৩২৯৪৩৯
আই.এফ.এস.সি - UTIB 0000005
ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নাম - ইসকন

আপনার ঠিকানা পরিবর্তন অথবা গ্রাহক ভিক্ষা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে উপরিউক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।
আপনার প্রশ্নের শীঘ্র উত্তর পেতে হলে আপনার সাম্প্রতিক গ্রাহক ভিক্ষার রসিদ এবং তার বিবরণটি আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। আট সপ্তাহের মধ্যে আপনাকে সহায়তা দেওয়া হবে।

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট
বৃহৎ মৃদঙ্গ ভবন, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪১৩১৩


২০১৯ ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট দ্বারা সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

৪৩ বর্ষ ▪ ৫ম সংখ্যা ▪ শ্রীধর ৫৩৩ ▪ জুলাই ২০১৯

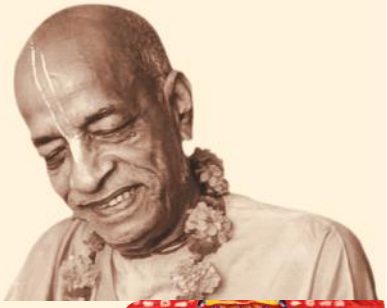

## বিষয়-সূচী


**৩ প্রতিষ্ঠাতার বাণী**

**রথযাত্রা উৎসব**

মানুষ উপলব্ধি করতে পারে। তার সেই বুদ্ধিমত্তা আছে। সুতরাং উন্নত বুদ্ধিমত্তা নিয়ে যদি আমরা ভগবানের অস্তিত্ব, তাঁর সাথে আমাদের সম্পর্ক এবং সেই সম্পর্কে আমাদের কর্তব্য কি তা যদি উপলব্ধি করতে না পারি তাহলে আমাদের এই মনুষ্যজন্ম বিনষ্ট হবে।

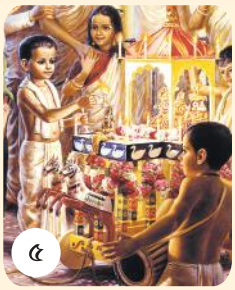


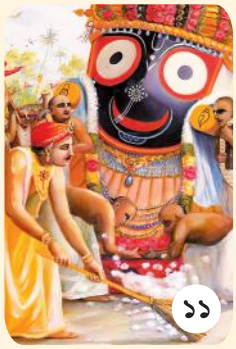


**১০ কাহিনী**

**ভগবান জগন্নাথ যখন পুরুষোত্তম দেবের সৈন্যদলে সামিল হন**

পুরীর পথে ভগবানকে স্বাগত জানাতে হাজার হাজার মানুষ একত্রিত হয়েছে। সমগ্র নগর উৎসবের সাজে সজ্জিত। সকলে মৃদঙ্গ, করতাল সহযোগে ভগবানের প্রীতিবিধানের উদ্দেশ্যে কীর্তন ও নৃত্য করছেন। সবাই জানতেন যে ভগবান জগন্নাথ সর্বাপেক্ষা দয়ালু। তিনি কখনও রথযাত্রা উৎসবে অংশগ্রহণকারী কাউকে নিরাশ করেন না।

**২২ আদর্শ জীবন**

**কৃষ্ণসেবাই সার্বজনীন ধর্ম**

কলিযুগের মানুষ স্বল্পবুদ্ধি, মন্দমতি ও মন্দভাগ্য হওয়ায় তারা উপাসনার বস্তু নির্বাচন করতে অক্ষম, সেই কারণেই কলিযুগবাসী আজ চরম বিপদগ্রস্ত।

**২৫ পরিচয়**

**ব্রজধাম দর্শন**

নন্দগ্রাম থেকে ঈশাণ কোণে প্রায় চার কিলোমিটার দূরে যাবট গ্রাম। যাবটের বর্তমান নাম যাও। এখানে এক বট বৃক্ষ মূলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রিয়তমা রাধারানীর চরণ কমল যাবক রসে সুরঞ্জিত করেছিলেন। সেই বটবৃক্ষের নাম অনুসারে গ্রামটি যাবট নামে অভিহিত।

**৬ প্রচ্ছদ কাহিনী**

**রথযাত্রায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে সহায়তা করুন**

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু করুণা বিতরণ করতে জগতে আগমন করেছেন এবং তিনি জানতেন জগতের মানুষের করুণা প্রয়োজন। সেইজন্য তিনি ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছেন কিভাবে তারা করুণা প্রাপ্ত হবেন।

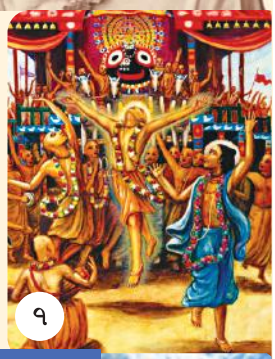


**প্রবন্ধ**

**১৭ শাস্ত্রীয় দৃষ্টিকোণ**

**শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রাথমিক আলোচনা**

ভগবান বললেন, 'হে অর্জুন! সর্বদা আমাকে স্মরণ করে তোমার স্বভাব বিহিত যুদ্ধ কর।' কৃষ্ণ স্মরণ বিষয়টি এতোই গুরুত্বপূর্ণ যে ভগবান পুনরায় ৮নং শ্লোকে আবার উল্লেখ করলেন।

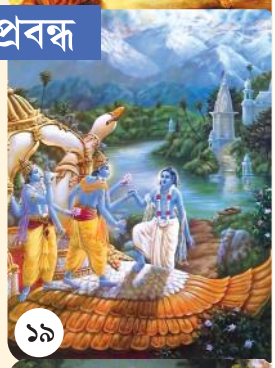


**২৯ উৎসব**

**রথযাত্রা - প্রকৃত প্রেম বিনিময়**

রথযাত্রা উৎসব হলো শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর ভক্তদের মধ্যে প্রেমভাবের আদান-প্রদান। এই উৎসবে যোগদানের মাধ্যমে আমরা সেই প্রেমের আদান-প্রদানে অংশগ্রহণ করি।

**বিভাগ**

**৯ আপনাদের প্রশ্ন ও আমাদের উত্তর**

**'প্রভু' শব্দটিতে ভগবানকে সম্বোধন করা হয়। কিন্তু আপনারা ভক্তরা কেন একে অপরকে 'প্রভু' বলে ডাকেন? এটা কি অপরাধ নয়?**

**১৩ অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রসাদ**

**ভেজিটেবল কোপতা পোলাও**

**১৪ ইসকন সমাচার**

**বি.বি.টি.-র নতুন কৃষ্ণ বুক অ্যাপ**

**৩১ ভক্তি কবিতা**

**শ্রীজগন্নাথ স্তুতি**

**৩২ ছোটদের আসর**

**বোকা মালী ও মূর্খ পন্ডিত**

### আমাদের উদ্দেশ্য

● সকল মানুষকে মোহ থেকে বাস্তবতা, জড় থেকে চিন্ময়তা, অনিত্য থেকে নিত্যতার পার্থক্য নির্ণয়ে সহায়তা করা। ● জড়বাদের দোষগুলি উন্মুক্ত করা। ● বৈদিক পদ্ধতিতে পারমার্থিক জীবনের পথ নির্দেশ করা। ● বৈদিক সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও প্রচার। ● শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করা। ● সকল জীবকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণ করানো ও তাঁর সেবা করতে সাহায্য করা।

# সম্পাদকীয়

## তাঁরা আগমন করছেন, আপনি কি অপেক্ষায়?

রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের সময় থেকে, যিনি এই রথযাত্রা মহোৎসব শুরু করেছিলেন এটি একটি আবশ্যকীয় রীতি যে, পুরীর রাজা সুবর্ণ ঝাড়ু দ্বারা রথের সম্মুখের রাস্তা পরিষ্কার করবেন। বর্তমানে আমরা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় চলছি এবং রাজা এখন রাজ্য শাসন করেন না তথাপি রাজার উত্তরাধিকারীগণ পুরীতে সেই ঐতিহ্য পালন করে চলেছেন।

ভগবানের গমন পথের নুড়ি পাথর এবং আবর্জনা নিষ্কাশনের এই বিনয়ী কর্ম করে রাজা এটি প্রতিস্থাপিত করেন যে, যদিও তিনি শাসক রাজা তথাপি তিনি ভগবানের একনিষ্ঠ ভৃত্য সেবক। রাস্তা মার্জন রাজার জন্য শুধুই এক রীতি নয়, তিনি এটি প্রেমভক্তি সহযোগে করেন কারণ তিনি অভিলাষ করেন যে, ভগবান জগন্নাথ তাঁর যাত্রাকালে যাতে কোন অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব না করেন।

রাজার এই পারমার্থিক সেবার আচরণ প্রজাদের হৃদয়কেও আকর্ষিত করে। প্রত্যেকেই রাজার সেবাতে সহায়তা করেন কারণ তাঁরা জানেন যে, রাজার সেবা করলে, একজন বিনয়ী ভক্ত প্রকৃতপক্ষে ভগবানকেই প্রসন্ন করছেন। এটি কৃষ্ণকেন্দ্রিক সমাজ গঠনে সহায়তা করে যা রাজ্যে সুখ, শান্তি এবং প্রগতি বহন করে আনে।

দুর্ভাগ্যক্রমে, এই কলিযুগের নেতৃবৃন্দের কাছে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের জন্য কোন সময় নেই। তারা তাদের ক্ষমতা এবং প্রতিপত্তি অর্জনের জন্য ব্যস্ত এবং তারা ভগবানের প্রতি কৃপা প্রার্থনা করার কর্ম পদ্ধতিতে লজ্জা বোধ করেন। ক্ষমতালিপ্সু নেতৃবৃন্দ সাধারণ জনতার শ্রদ্ধা প্রাপ্ত করতে অক্ষম হন। ভগবত কেন্দ্র বিহীন সমাজে সর্বদাই বিশৃঙ্খলা, সংশয়, বিক্ষোভ ইত্যাদি প্রকট হয় যা বর্তমানে বেশীমাত্রায় দৃশ্যমান।

শ্রীল প্রভুপাদ সমাজের এই বিপজ্জনক অবস্থা অনুধাবন করেই অসহনীয় কষ্ট স্বীকার করে সমগ্র বিশ্ব পরিভ্রমণ করেছিলেন মানুষকে এই শিক্ষা দিতে যে, শাস্ত্র বিধি অনুযায়ী জীবন যাপন করার গুরুত্ব অপরিসীম। তিনি সারা বিশ্বে একশত মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ নগরগুলিতে রথযাত্রা উৎসবের প্রবর্তন করে এক বিপ্লবের সূচনাও করেন।

রথযাত্রা উৎসব হাজার হাজার মানুষকে তাদের মূল আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করার এক অপরিসীম দায়িত্ব পালন করে। যখন ভগবান নগর, শহর এবং গ্রামের প্রতিটি প্রান্তে গমন করেন তখন ভগবানকে বিস্মৃত পতিত জীবগণ ভগবানের কৃপা লাভ করেন। যখন মানুষ ভগবানের এই অনুপম রূপ দেখেন এবং দেখেন যে, ভক্তগণ কিভাবে নৃত্য কীর্তন সহযোগে ভগবানের মহিমা গুণগান করছেন তা তখন তাঁদের হৃদয়কে আকর্ষিত করে।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে কথিত আছে, 'যদি কোন ব্যক্তি ভগবানের রথযাত্রা উৎসব দর্শন করেন এবং দন্ডায়মান হয়ে তাঁকে স্বাগতম জানান তাহলে ভগবান তার সমস্ত অর্জিত পাপ বিনাশ করেন।'

ভগবান জগন্নাথ তাঁর ভ্রাতা বলভদ্র এবং ভগ্নী সুভদ্রাদেবী সহ এই বৎসর রাজকীয় রথ সহযোগে পুণঃ আগমন করছেন। তাই আসুন, ভগবানের এই দিব্য আগমন উৎসবকে স্বাগত জানাতে আমাদের ভুল যেন না হয়। আসুন, ভগবানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের এই সুযোগ যেন আমরা গ্রহণ করি এবং ভগবানকে আমাদের হৃদয়ে অবস্থান করার জন্য আমন্ত্রণ জানাই। শুধুমাত্র একদিনের জন্য আসুন, আমরা সবাই এই জড়জাগতিক কর্মকান্ড থেকে অব্যাহতি নিয়ে প্রবল উৎসাহ সহযোগে ভগবানের এই রথযাত্রা মহোৎসবে অংশগ্রহণ করে জীবন সার্থক করি।

নিউ ইয়র্ক রথযাত্রা উৎসব ১৮ই জুলাই ১৯৭৬

# রথযাত্রা উৎসব

## কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

### আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য

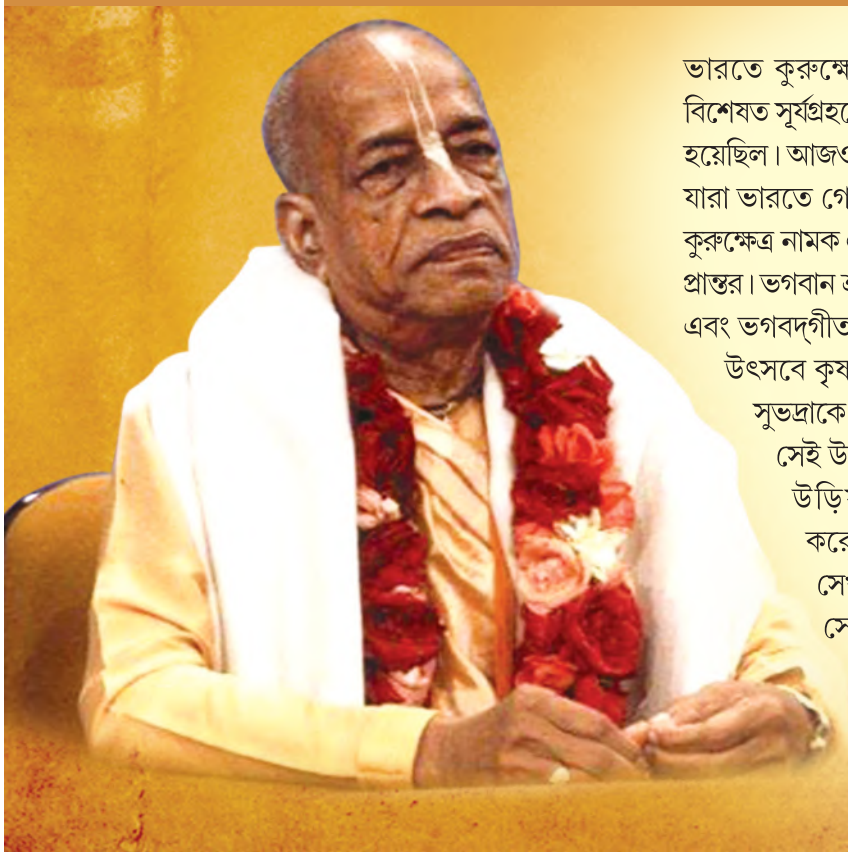

ভারতে কুরুক্ষেত্র নামক সেই স্থান আজও বর্তমান যেখানে বিশেষত সূর্যগ্রহণের সময় ধর্মপ্রাণ মানুষেরা যান। সম্প্রতি সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। আজও লক্ষ লক্ষ ভারতীয় সেখানে সমবেত হয়েছেন। যারা ভারতে গেছেন তারা হয়ত সেই পুণ্যস্থান দর্শন করেছেন। কুরুক্ষেত্র নামক একটি রেলস্টেশনও আছে এবং এটি এক বিশাল প্রান্তর। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সময় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ এখানেই হয়েছিল এবং ভগবদ্গীতা এই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধভূমিরই ফসল। সুতরাং এই উৎসবে কৃষ্ণ তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলরাম এবং কনিষ্ঠা ভগিনী সুভদ্রাকে রথে নিয়ে কুরুক্ষেত্র দর্শনে গিয়েছিলেন। আমরা সেই উৎসব দেখছি। অতীতে ইন্দ্রদ্যুম্ন নামক এক রাজা উড়িষ্যার পুরীতে জগন্নাথদেবের মন্দির স্থাপন করেছিলেন। সম্ভবত আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ সেখানে গেছেন, তারা জানেন আধুনিক গণনানুসারে সেখানে প্রায় দুই হাজার বছরের প্রাচীন এক মন্দির

রয়েছে। সেখানে জগন্নাথদেব অবস্থান করছেন। রাজা শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম এবং সুভদ্রার একটি মন্দির স্থাপনের জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র ছিলেন। কিন্তু বিগ্রহ নির্মাণ ব্যাপারে ভাস্কর ও রাজার মধ্যে একটি চুক্তি ছিল যে, ভাস্কর দ্বার রুদ্ধ করে কাজ করবেন এবং রাজা তাকে বিরক্ত করবেন না। কিন্তু অনেক দিন অতিবাহিত হবার পর রাজা ভাবলেন, 'ভাস্কর কি করছেন?' সুতরাং তিনি বলপূর্বক দ্বার খুললেন এবং দেখলেন যে, ভাস্কর শ্রীবিগ্রহের কাজ সমাপ্ত করতে পারেননি। সেই জন্য জগন্নাথ, বলরাম এবং সুভদ্রার মূর্তি অসমাপ্ত রয়ে গেছে। মূর্তি তৈরীর সময় রাজা বলপূর্বক দ্বার খোলেন। সেই কারণে রাজা বলেন, 'আমি এই অসমাপ্ত বিগ্রহই অর্চনা করব। কোন অসুবিধা নেই।' রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন এই রূপে তাঁকে অর্চনা করতে চেয়েছিলেন তাই আমরা জগন্নাথকে এই রূপে দেখি।

এই হলো ভক্তের ইচ্ছা। প্রেম ও ভালোবাসা সহ নিবেদিত প্রত্যেকের ভক্তিমূলক সেবাই কৃষ্ণ গ্রহণ করেন। তিনি ভগবদ্গীতায় বলছেন, 'পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।' (গীতা ৯। ২৬)। কৃষ্ণ বলছেন, 'যে বিশুদ্ধচিত্ত নিষ্কাম ভক্ত ভক্তি সহকারে আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল ও জল অর্পণ করেন, আমি তার সেই ভক্তিপ্লুত উপহার প্রীতি সহকারে গ্রহণ করি।' সুতরাং আপনি কৃষ্ণকে কিছু নিবেদন করলে কৃষ্ণ যদি তা গ্রহণ করেন তাহলে আপনি জানবেন আপনার জীবন সার্থক। সুতরাং ঘটা করে অনেক কিছু ভগবানকে নিবেদন করার প্রয়োজন নেই, আপনি প্রেমভক্তি সহকারে একটি ফুল, একটি ফল এবং জলও নিবেদন করতে পারেন। এর অর্থ জগতের দরিদ্রতম ব্যক্তিও পরমেশ্বর ভগবানের অর্চনা করতে সক্ষম। কোন বাধা নেই। অহৈতুকী অপ্রতিহতা। ভক্তিমূলক সেবাকে কোন জাগতিক মানদণ্ডে পরীক্ষা করা যায় না। যদি কেউ ভগবানের অর্চনা করতে ইচ্ছুক হন, তিনি জীবনের যে কোন অবস্থাতেই তা করতে পারেন। কোন বাধা নেই। জাতি, ধর্ম বা দেশগত কোন বাধা নেই। নিজ সামর্থ্য অনুসারে যে কেউ পরমেশ্বর ভগবানের অর্চনা করতে পারেন এবং আমাদের এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানের অর্চনা কিভাবে করতে হয় আমরা লোককে সেই শিক্ষামূলক প্রচার করি। এই হলো আমাদের কাজ, কারণ ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ বিনা, পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি আমাদের নিত্য আকর্ষণ বিনা আমরা সুখী হতে পারব না। বৈদিক আজ্ঞা হলো সর্বে সুখিন ভবন্তু — 'সবাই সুখী হোক।' আমরা প্রকৃতপক্ষে সুখী হওয়ার জন্য সংগ্রাম করছি, কিন্তু আমরা জানি না কিভাবে সুখী হব।

সুতরাং পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে ভগবান স্বয়ং এই বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি ভারতে আবির্ভূত হন। এর অর্থ এই নয় যে, তিনি ভারতের উপকারের জন্যই আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি দাবী করেন — প্রকৃতপক্ষে এটি ভগবানের দাবী যে, তিনি সকল জীবাত্মার পিতা।

সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা।।
(গীতা ১৪। ৪)

ভগবান সকলের পরমপিতা। যদি আমরা সাধারণভাবে ভগবদ্গীতার এই শ্লোকটি পাঠ করি যে মাতা প্রকৃতি হলেন সকল জীবাত্মার মাতা এবং পরমেশ্বর ভগবান সকলের পরম

পিতা — আমরা অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে এই দুইটি পংক্তি পাঠ করতে পারি। তৃণ থেকে শুরু করে পতঙ্গকুল, সরীসৃপকুল, বৃক্ষরাজি, পশুকুল, পক্ষীকুল, অতঃপর মনুষ্যকুল। এই পৃথিবীতে আমরা বহু জীবাত্মা দেখতে পারি। তারা সকলেই পৃথিবী থেকে এসেছে এবং পৃথিবীর উপরেই জীবনধারণ করছে। পৃথিবী তাদের প্রত্যেককেই খাদ্যের যোগান দিচ্ছেন। যেভাবে মা তার বুকের দুধ পান করিয়ে শিশুকে পালন করেন অনুরূপভাবে পৃথিবীমাতা সকল প্রকার জীবাত্মাকে পালন করছেন। এই পৃথিবীতে ৮৪,০০,০০০ প্রকার জীব রয়েছে, পৃথিবী মাতা খাদ্য সরবরাহ করছেন। আফ্রিকার জঙ্গলে হাজার হাজার হাতী রয়েছে তাদেরকেও খাদ্য সরবরাহ করা হয়। আপনার ঘরের ছিদ্রতে হাজার হাজার পিঁপড়ে আছে তারাও পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায় খাদ্য পায়। সুতরাং দর্শনটি হলো যে, আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই মতবাদটি দ্বারা উত্যক্ত হওয়া উচিত নয়। ভগবান যদি হাতীকে খাওয়াতে পারেন, তিনি আপনাকেও কেন খাওয়াতে পারবেন না? আপনি হাতীর মতো খান না। সুতরাং এই মতবাদ যে অপর্যাপ্ত খাদ্য বা জনসংখ্যা বৃদ্ধি, আমরা একে গ্রহণ করি না। ভগবান এত শক্তিমান যে, তিনি বিনা ক্লেশেই সবাইকে খাওয়াতে পারেন। আমরা শুধুমাত্র অব্যবস্থা করেছি। অন্যথায় এখানে কোন অসুবিধা নেই।

সুতরাং এই পরিস্থিতিতে আমরা প্রস্তাব দিচ্ছি যে, আপনারা প্রত্যেকে ভগবত চেতনাসম্পন্ন হোন। এই পরিচ্ছেদে আমি বলছিলাম যে, আমরা মা, প্রকৃতিমাতাকে দেখছি এবং আমরা বিভিন্নরূপে সন্তানদের দেখি — অতএব পিতা আছেন এটি আমাদের স্বীকার করতে হবে। কারণ পিতা ব্যতীত মায়ের সন্তানপ্রাপ্তি সম্ভব নয়। যদি আপনি পিতা, মাতা এবং সন্তানের এই দর্শন সহজে উপলব্ধি করেন তাহলে আপনি সহজেই উপলব্ধি করতে পারেন যে, পরমপিতারূপী ভগবান আছেন। কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু আপনি যদি মানুষের মতো বুদ্ধিমান না হন, কুকুর-বেড়ালের মতো পশুসুলভ হন — কুকুর উপলব্ধি করতে পারে না যে, পরম পিতা ভগবান আছেন। কিন্তু মানুষ উপলব্ধি করতে পারে। তার সেই বুদ্ধিমত্তা আছে। সুতরাং উন্নত বুদ্ধিমত্তা নিয়ে যদি আমরা ভগবানের অস্তিত্ব, তাঁর সাথে আমাদের সম্পর্ক এবং সেই সম্পর্কে আমাদের কর্তব্য কি তা যদি উপলব্ধি করতে না পারি তাহলে আমাদের এই মনুষ্যজন্ম বিনষ্ট হবে। আমাদের এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন মনুষ্যজীবন বিনষ্ট হওয়ার থেকে মানব সমাজকে রক্ষা করছে। বিবর্তনের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে আমরা এই মানব জীবন লাভ করেছি এবং যদি শুধু আহার, নিদ্রা, মৈথুন এবং কুকুর বিড়ালের মতো আত্মরক্ষার্থে আমরা একে বিনষ্ট করি, ভগবৎ উপলব্ধি না হয় তাহলে আমাদের জীবন বিনষ্ট হবে। সুতরাং দয়া করে এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনকে যে কোন মতবাদের আন্দোলন বলে নেবেন না। এটি ভগবৎ বিজ্ঞান। ভগবৎ বিজ্ঞানকে উপলব্ধি করার প্রয়াস করুন।

**মানুষ উপলব্ধি করতে পারে। তার সেই বুদ্ধিমত্তা আছে। সুতরাং উন্নত বুদ্ধিমত্তা নিয়ে যদি আমরা ভগবানের অস্তিত্ব, তাঁর সাথে আমাদের সম্পর্ক এবং সেই সম্পর্কে আমাদের কর্তব্য কি তা যদি উপলব্ধি করতে না পারি তাহলে আমাদের এই মনুষ্যজন্ম বিনষ্ট হবে।**

আপনি হয় একে প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করবেন অথবা এই দর্শন ও বিজ্ঞানকে উপলব্ধির প্রচেষ্টা করবেন। আমাদের অনেক গ্রন্থ আছে। সুতরাং দয়া করে এই আন্দোলনের সুফল গ্রহণ করুন এবং পক্ষপাতহীনভাবে এই আন্দোলনের বিষয় বোঝার চেষ্টা করুন, কেন আমরা এত গ্রন্থ বিতরণ করছি। শান্ত, সমাহিত মস্তিষ্কে এই আন্দোলনকে উপলব্ধি করার প্রয়াস করুন এবং সুখী হোন। এই হলো আমাদের উদ্দেশ্য।

# রথযাত্রায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে সহায়তা করুন

শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ

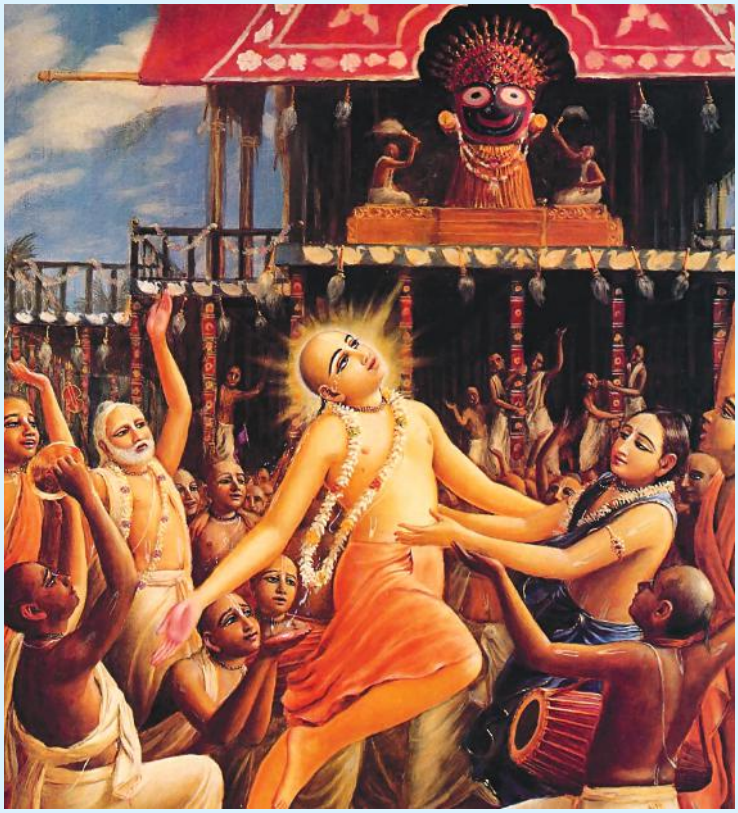

শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিনীকে বলেন, 'আমি পুনরায় আগমন করব। আমি কলিযুগে পুনরাগমন করব। কিন্তু আমি ভগবান রূপে নয়, আমার ভক্তরূপে আগমন করব। সেইসময় হরিনাম সংকীর্তন বিতরণ করব যা সকল পতিত জীবাত্মাকে উদ্ধার করবে। তা নারদমুনির উৎকণ্ঠাকে শান্ত করবে।'

নারদমুনি পতিত আত্মাদের উদ্ধার সম্পর্কে চিন্তিত ছিলেন। তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর পার্ষদ হবার জন্য আহ্বান জানালেন, যারা পতিত আত্মাগণের উদ্ধারের জন্য হরিনাম সংকীর্তন প্রচারের উদ্দেশ্যে তাঁর সাথে জড়জগতে গমন করতে ইচ্ছুক। রাধারানী সহ কিছু গোপী ও সখী এগিয়ে এলেন। কতিপয় দ্বারকার মহিষীগণও অগ্রসর হলেন। অতঃপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, আমি ভারবর্ষে প্রচার করব এবং যারা প্রাপ্ত হবে না তারা পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে গমন কর, আমি আমার সেনাপতি ভক্তকে পাঠাব, যে অনেক ভক্ত তৈরী করে তাদের নির্দেশ দেবে। সে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী হরিনাম সংকীর্তন প্রচার করবে।

যখন সবকিছু প্রস্তুত, উপবাসী অদ্বৈত আচার্য উচ্চৈস্বরে আহ্বান করলেন। তিনি উপবাস করে তুলসী এবং গঙ্গাজল দ্বারা শালগ্রামশিলার অর্চনা করলেন। উপবাস, ক্রন্দন, অর্চন এবং উচ্চৈস্বরে আহ্বান।

সুতরাং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে আনয়ন করার বিভিন্ন কারণ ছিল। তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। শ্লোকে যেমন কথিত আছে — কথিত হয়েছে কেমন করে রাধা ও কৃষ্ণ নিত্য বিচ্ছিন্ন হয়েছেন এবং কিভাবে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুরূপে পুনরায় মিলিত হয়েছেন।

জগন্নাথ মিশ্রের মনে একটি আলো প্রবেশ করে তার হৃদয়ে উপনীত হলো। অত্যন্ত উজ্জ্বল। অতঃপর এটি তার হৃদয় হয়ে শচীমাতার হৃদয়ে প্রবেশ করল। এইরূপ একটি নিষ্কলঙ্ক ধারণা রয়েছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সাধারণ পদ্ধতিতে প্রতিস্থাপিত হননি। তিনি চিন্ময় প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে এসেছিলেন।

এর পূর্বে বিশ্বরূপ নামক শচীমাতার এক পুত্র ছিল। বিশ্বরূপ ছিলেন সঙ্কর্ষণ অবতার। তিনি ভগবান বলরামের প্রকাশ। সুতরাং চৈতন্য লীলায় বলরাম দুই ভূমিকায় ছিলেন। বিশ্বরূপ রূপে এক প্রকাশ এবং প্রত্যক্ষভাবে নিত্যানন্দরূপেঃ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য রাধা-কৃষ্ণ নহে অন্য। বলরাম হৈল নিতাই।

সুতরাং এই জগতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আগমন এত অপূর্ব, এত বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। হাজার যুগের ১২৫ বছরের জন্য ব্রহ্মার একদিনে শ্রীকৃষ্ণ আগমন করেন। এক হাজার যুগের মধ্যে এক যুগে ১২৫ বছরের জন্য তিনি আসেন।

কখনও কৃষ্ণের পরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আসেন। তিনি চব্বিশ বৎসর গৃহস্থরূপে এবং চব্বিশ বৎসর সন্ন্যাসীরূপে ৪৮ বৎসরের জন্য আসেন।

তাঁর অন্তঃলীলাবাসে জাগতিকভাবে তিনি হরিনাম প্রচার করছিলেন কিন্তু তিনি তখন অন্তর্নিহিত গবেষণা করছিলেন। পাঁচ ছয়জন ব্যতীত তাঁর সকল পার্ষদ সংকীর্তন প্রচারে নিয়োজিত ছিলেন। প্রহ্লাদ, ধ্রুব, হনুমানের মতো কতিপয় মহান আত্মা অন্য লীলায় ছিলেন, তারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সাথে অংশগ্রহণ করেছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সাথে অংশগ্রহণ করা একটি বিশাল সুযোগ।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু চৈতন্যমঙ্গলে বলেছেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে বলেছেন, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ভবিষ্যতবাণী করেছেন। ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরও ভবিষ্যতবাণী করেছেন।

ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন, একজন আসবেন যিনি দেশ থেকে দেশান্তরে গমন করে হরিনাম প্রচার করবেন। তিনি ১৮০০ সালে ভবিষ্যৎবাণী করেছেন। তখন এরোপ্লেন ছিল না, সুতরাং দ্রুত এক দেশ থেকে অন্য দেশে গমন ছিল অভাবনীয়। কিন্তু তিনি ভবিষ্যৎবাণী করেছেন। এই সকল একত্রিত করলে একটি নামই সামনে আসে ভক্তিবেদান্ত স্বামী, ভক্তিবেদান্ত স্বামী, ভক্তিবেদান্ত স্বামী।

আমি শুধু আনন্দে পুলকিত। কত সৌভাগ্যে আমরা শ্রীল প্রভুপাদকে তাঁর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে সহায়তার কার্যে অংশ নিতে পারছি। পূর্বতন আচার্যদের সহায়তা ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে সহায়তা করার এই বিশেষ সুযোগ আমরা পেয়েছি। এটি অপরিসীম সুযোগ। কিন্তু আমরা অপব্যয় করি। আমাদের মধ্যে কেউ সুযোগ হারিয়েছেন, প্রায় ছুঁড়ে দিয়েছেন। কিন্তু

**শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু করুণা বিতরণ করতে জগতে আগমন করেছেন এবং তিনি জানতেন জগতের মানুষের করুণা প্রয়োজন। সেইজন্য তিনি ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছেন কিভাবে তারা করুণা প্রাপ্ত হবেন।**

শ্রীল প্রভুপাদকে হরিনাম সংকীর্তন প্রচারে সহায়তা করার এই মহান সুযোগ আমরা পেয়েছি।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আগমনের সময় চন্দ্রগ্রহণ হয়েছিল। সেই সময় মানুষ উচ্চৈস্বরে দিব্যনাম জপ করত না কারণ ব্রাহ্মণরা বলতেন যদি তুমি উচ্চৈস্বরে ভগবানের নাম কর তাহলে তোমার নাম করাই বৃথা। অপরাধ হবে। কিন্তু তারা বলতেন যে, যদি তুমি গঙ্গায় অবগাহন কর, যেহেতু গঙ্গাজল পবিত্র সেজন্য জপ করতে পার। সুতরাং চন্দ্রগ্রহণের জন্য সকলে গঙ্গায় ছিলেন। তারা সকলে নামজপ করছিল।

সাধারণতঃ মানুষ কিছু জাগতিক লাভের জন্য ধর্মীয় কার্য করে। ভাগবত এই কারণে বিশিষ্ট যে, মহান আত্মাগণ পারমার্থিক কারণে যে সকল পারমার্থিক কার্য করেছেন সে সমস্তই এখানে প্রকাশিত হয়েছে অথবা তাদের কথা প্রকাশিত হয়েছে যারা ধ্রুব মহারাজের মতো জাগতিক কারণে শুরু করে পরবর্তীতে শুদ্ধ হয়েছেন। ধ্রুব জাগতিক বর চেয়েছিলেন কিন্তু যখন তিনি নারায়ণের দর্শন পান তিনি বলেন, আমি ভাঙ্গা কাঁচ চেয়েছিলাম, হীরা পেয়েছি। সুতরাং এই ভাগবত ধর্মীয় জীবনের নতুন আঙ্গিক, আধ্যাত্মিক জীবনের দিকে আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে। এটি আধ্যাত্মিক আনন্দে

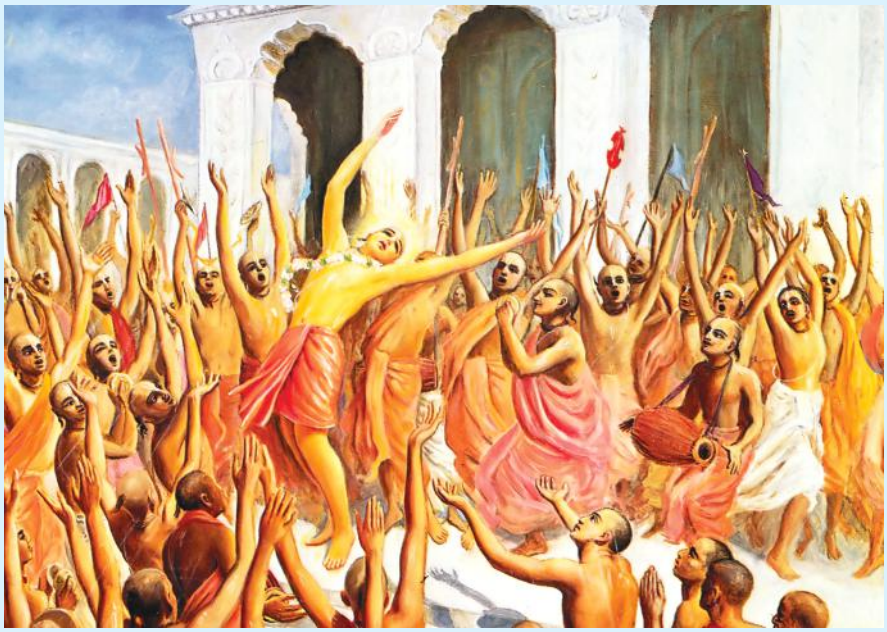

পরিপূর্ণ। প্রত্যেকে ভাবে যে, যদি আপনি ধর্ম করেন আপনি সুন্দর ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করতে পারবেন।

আমি কিছু খ্রীষ্টান প্রচারককে বক্তৃতা করতে শুনেছি যে, যদি তুমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর তোমার মাহিনা বর্ধিত হবে। তারা প্রকৃত বিষয়টিই অনুভব করতে পারেননি। নববিধা ভক্তি পালনে, যার একটি হলো প্রার্থনা, আপনি ভক্তিলাভ করবেন কৃষ্ণপ্রেম। যীশুখ্রীষ্ট বলেছেন, ভগবানকে ভালোবাসা উচিত। প্রভুপাদ বলেছেন যে, যদি তুমি অন্য ধর্মের মাধ্যমে ভগবৎ প্রেম প্রাপ্তি কর তাও ভালো। আমরা জানি যে, কৃষ্ণভাবনা কার্যকরী। আমাদের উদ্দেশ্য হল আমরা চাই মানুষ কৃষ্ণকে ভালোবাসুক। আমরা চাই, যে কোন কারণেই হোক, তারা পরমেশ্বর ভগবানকে ভালোবাসুন। তিনি সমগ্র বীর্য, সমগ্র শ্রী, সমগ্র জ্ঞান, সমগ্র বৈরাগ্যের অধিকারী, তিনি সর্বাধিক যশস্বী এবং সর্বাধিক ঐশ্বর্যবান। তাঁকে ভালোবাসার অনেক কারণ রয়েছে যদিও তাঁর কিছু লীলাবিলাসে তিনি এত মধুর যাকে তারা বলে ভয়ানক।

সুতরাং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই সমস্তই এনেছেন যে, ভক্তরূপে তিনি দেখিয়েছেন কৃষ্ণ কত প্রেমময়। শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে তাঁর বিভূতি প্রচার করা কঠিন। কিন্তু ভক্তদের শ্রীকৃষ্ণের প্রচার করতে হবে। তিনি মহোত্তম এবং তাঁকে ভালোবাসাই আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু কলিযুগে আমরা আসুরিক প্রকৃতির কারণে মিশ্র এবং বিভ্রান্ত। সেইজন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদ্ধতি অনুসরণ করলে আমরা পরিশুদ্ধ হব।

ফাল্গুনী পূর্ণিমার রাত্রে যখন সকলে কীর্তন করছেন তখন তিনি আবির্ভূত হন। তিনি আবির্ভূত হলেন — তিনি পূর্ণিমা চাননি। সেইজন্য গ্রহণ হলো। তিনি লক্ষ চন্দ্রের অপেক্ষাও অধিক সুন্দর ছিলেন। তাঁর লীলাতে তিনি তাঁর সৌন্দর্য এবং জ্ঞান ও বৈরাগ্যকে শক্তিরূপে ব্যবহার করেছিলেন। ভগীরথ মহারাজ যখন গঙ্গাদেবীকে আনয়ন করছিলেন তখন অকস্মাৎ তিনি মায়াপুরে স্তব্ধ হন। ভগীরথ বলেন, আরও ২০০ কিমি যেতে হবে। কিন্তু তিনি স্তব্ধ হন। গঙ্গাদেবীকে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'কেন আপনি চলছেন না?' তিনি ধ্যান করেন এবং দেবী প্রকাশ করেন যে, এখন প্রায় গৌর পূর্ণিমা এসে গেছে এবং গৌরপূর্ণিমায় যেই মায়াপুরে থাকবেন তিনিই কৃপা পাবেন।

'সুতরাং আমি তা হারাতে পারি না।' সুতরাং তিনি অপেক্ষা করছেন। এও কথিত আছে যে, গৌরপূর্ণিমায় যেই গঙ্গাস্নান করবেন তাদের মধ্যে সহজেই কৃষ্ণপ্রেম জাগরিত হবে।

সুতরাং প্রভুপাদ আমাদের সকলকে রক্ষা করেছেন। আমি একটি গান লিখেছি ঃ যদি প্রভুপাদ না হইত তবে কি হইত। আমাদের জীবন সম্পূর্ণ বিনষ্ট হত। প্রভুপাদ আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য দিয়েছেন। তিনি বহু মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য দিয়েছেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু করুণা বিতরণ করতে জগতে আগমন করেছেন এবং তিনি জানতেন জগতের মানুষের করুণা প্রয়োজন। সেইজন্য তিনি ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছেন কিভাবে তারা করুণা প্রাপ্ত হবেন।

এই বৎসরের রথযাত্রায় অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে আমরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে সহায়তা করার মহান সুযোগ প্রাপ্ত হয়েছি। জগন্নাথপুরীতে বসবাসকালে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ব্যক্তিগতভাবে এটি প্রদর্শন করেছেন।

সুতরাং জগতের নাথ ভগবান জগন্নাথকে স্বাগত জানাবার জন্য রথযাত্রার এই বিশেষ পুণ্যদিনে আপনাদের ব্যস্ত সময়সূচী থেকে নিশ্চিতভাবে সময় করে আসুন। ভগবান জগন্নাথ একজন হিন্দু ভগবান নন অথবা ভারতীয় ভগবান নন প্রকৃতপক্ষে তিনি জগতের ভগবান।

**প্রশ্ন ১। 'প্রভু' শব্দটিতে ভগবানকে সম্বোধন করা হয়। কিন্তু আপনারা ভক্তরা কেন একে অপরকে 'প্রভু' বলে ডাকেন? এটা কি অপরাধ নয়?**

*— প্রেমানন্দ দাস, লতিবারী, আসাম*

**উত্তর ঃ** গৌড়ীয় অভিধানে 'প্রভু' কথাটির তিনটি অর্থ। যথা — ১) স্বামী বা কর্তা, ২) কার্য সম্পাদন শক্তিযুক্ত এবং ৩) ভগবান।

কার্য সম্পাদন শক্তি যুক্ত ব্যক্তিগণ, যাঁরা আমাদেরকে ভক্তিপথে চলার জন্য সহযোগিতা করে থাকেন, তাঁদেরকে 'প্রভু' বলে আমরা সম্বোধন করে থাকি। জ্যেষ্ঠ জনদের শ্রদ্ধা জানাতে কনিষ্ঠরা 'প্রভু' বলেন, আবার কনিষ্ঠদেরও জ্যেষ্ঠরা সমাদর করে 'প্রভু' বলেন, যেমন কোনও বাবা তার নাবালক পুত্রকেও 'বাবা' বলে ডাকেন।

কাউকে 'প্রভু' বলে সম্বোধন করাতে যদি 'অপরাধ' হয়ে যাচ্ছে বলে মনে করেন, তা হলে আপনি আমাদেরকে 'প্রভু' না বলে 'দাস' বা 'ভৃত্য' বলে সম্বোধন করতে পারেন, আমরা তো 'দাস' কথাটি নামের মধ্যে লিখি।

আমরা কারও প্রভু হতে আসিনি, কিন্তু আমরা অন্যদের উৎকর্ষ সাধনের জন্য, তাঁদের সেবা করার জন্য নিজেদেরকে সেবক বা দাসানুদাস বলে নিজেদের অস্তিত্ব বা অবস্থান জ্ঞাপন করে থাকি, এই জন্য আমরা অন্যদেরকে সেব্য জন বা 'প্রভু' বলে সম্বোধন করে থাকি। প্র - উৎকর্ষ, ভু - নিজের বিদ্যমানতা জানানো। অর্থাৎ, আমি রয়েছি, এখন আপনার কি সেবা করতে পারি? এই রকম ভাব।

**প্রশ্ন ২। আমার মন সারাক্ষণই কৃষ্ণভাবনায় থাকে। কিন্তু ঘরে যে কাজকর্ম আমি করে থাকি তাতে মন বসে না। সেজন্য কাজের ক্ষতি হচ্ছে। কি করবো?**

*— ভোলানাথ ঘড়াই, পশ্চিম মেদিনীপুর*

**উত্তর ঃ** ও, আপনার মন সারাক্ষণই কৃষ্ণভাবনায় থাকে। তা হলেই তো আপনি ঘরে এবং বাইরেরও সমস্ত কাজকর্ম অবশ্যই সম্পাদন করতে পারবেন। কারণ, কৃষ্ণভাবনাযুক্ত মনের এটিই বৈশিষ্ট্য। আমরা জানি যে, যাঁদের কৃষ্ণভাবনাময় মন, তাঁরা সারাক্ষণই কাজকর্মে পরম উৎসাহে ব্যস্ত থাকেন।

কিন্তু, আপনি বলছেন, ঘরে কাজকর্মে মন বসে না এবং যার ফলে কাজের ক্ষতি হচ্ছে। তা হলে তো আপনি কৃষ্ণভাবনার বিরুদ্ধ মন নিয়েই রয়েছেন বলে বুঝতে হবে। সেটি উদ্‌ভ্রান্ত মন। উদ্‌ভ্রান্ত মন কোনও কাজে নিবিষ্ট হতে পারে না।

তাই, আগে কাজকর্মে মন দিন। কৃষ্ণনাম জপ করুন। কৃষ্ণপ্রসাদ গ্রহণ করুন। তা হলে ভালো থাকবেন।

কিন্তু যদি বলতেই থাকেন যে, কৃষ্ণভাবনাই চাই, কাজকর্মে কিছুতেই মন নেই, তবে চলে যান বৃন্দাবনের কোনও নিভৃত স্থানে গাছের তলায় বসে কৃষ্ণনাম করতে থাকুন আর দুই তিন ঘর গিয়ে মাধুকরী করে সারাদিনে একবেলা উদর পূর্তি করুন। তখন কেউ আপনার কাছে কাজকর্মের লাভক্ষতির হিসাবও চাইবে না। আপনার 'যেইখানে রাত সেইখানে কাত' করে একটু ঘুমিয়েও নিন। তবে, আপনার ইচ্ছা-অনিচ্ছা যাই থাকুক, কাউকে বিব্রত করলে আপনার কপালেও সমস্যা জুটবে।

**প্রশ্ন ৩। 'মানুষই শাস্ত্র রচনা করেছে, মানুষই ভগবান সৃষ্টি করেছে। তাই বিচিত্র জগতে সব মানুষকেই যে শাস্ত্র নিয়ে থাকতে হবে, কিংবা ভগবানকে নিয়েই থাকতে হবে এরকম কোন কথা নেই।' এই মন্তব্যের উত্তর কি?**

**উত্তর ঃ** মন্তব্যটি ঠিক এই রকম যে, 'মানুষই খাদ্য ব্যবস্থা করেছে, মানুষই জমি বা ভূমি সৃষ্টি করেছে। তাই বিচিত্র জগতে সব মানুষকেই যে খাদ্য খেয়ে বাঁচতে হবে, কিংবা জমি জায়গাতে বাস করে থাকতে হবে, এরকম কোন কথা নেই।' মন্তব্যকারী তবে হাওয়া খেয়ে থাকবে এবং বাতাসে ঘুরে বেড়াবে, জমি বা মাটিতে আশ্রয় নেবে না। আহা, কিম্ভূতকিমাকার বিচিত্রতার বাহাদুরী! আপনার মতে, মানুষই যদি ভগবানকে সৃষ্টি করতে পারে, তা হলে আলো, বাতাস, জল, মাটি, আকাশ মানুষই সৃষ্টি করেছে এবং সেই সব সৃষ্ট বস্তু ছাড়া আপনি কোথাও মাথা গুঁজবার ঠাঁইটুকুও পাবেন না। কিন্তু, সেই ঠাঁই যখন গ্রহণ করছেনই, তাহলে শাস্ত্র ও ভগবানকে নিয়ে কেন থাকবেন না? না কি সেই ছিট্‌মাথা গোবরা মাতালের মতো পেটপুরে খেয়েও 'কিছু খাই না, কিছু নিই না' বলে গদ ধরে থাকবেন?

**প্রশ্নোত্তরে ঃ সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী**

# ভগবান জগন্নাথ

## যখন পুরুষোত্তম দেবের সৈন্যদলে সামিল হন

**পুরুষোত্তম নিতাই দাস**

পুরুষোত্তম দেব ১৪৬৭ থেকে ১৪৯৭ পর্যন্ত উড়িষ্যার সম্রাট ছিলেন। তিনি গজপতি রাজবংশের দ্বিতীয় রাজা এবং বীরযোদ্ধা রূপে বিখ্যাত ছিলেন। একদা দক্ষিণ ভারত ভ্রমণকালে তিনি কাঞ্চী রাজ্যে যান এবং সেখানে তিনি কাঞ্চীর রাজকুমারী পদ্মাবতীর সাথে মিলিত হন। তার সৌন্দর্য ও সারল্য তার হৃদয় জয় করে এবং কাঞ্চীর রাজা যখন পুরুষোত্তমদেবের সামনে তার কন্যাকে বিবাহের জন্য প্রস্তাব দেন তখন অবিলম্বে পুরুষোত্তম দেব সম্মতি প্রকাশ করেন।

তিনি উড়িষ্যায় প্রত্যাবর্তন করে ব্যগ্রভাবে রাজকুমারীর সাথে মিলিত হবার জন্য প্রতীক্ষায় থাকেন। কাঞ্চীর রাজা আনুষ্ঠানিকভাবে বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে তার এক মন্ত্রীকে পুরীতে প্রেরণ করেন। পুরীতে সেইসময় রথযাত্রার উৎসব আগত। পুরুষোত্তমদেব মন্ত্রীকে রথযাত্রা উৎসবে অংশগ্রহণ করার জন্য কয়েক দিন পুরীতে অবস্থান করার অনুরোধ জানান। ভগবান জগন্নাথ পুরীর মুখ্য শ্রীবিগ্রহ এবং সকল অধিবাসীর জীবন ভগবানকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। যেহেতু রথযাত্রা পুরীর মুখ্য উৎসবগুলির একটি সেইজন্য সমগ্র নগর সুন্দরভাবে সুসজ্জিত করা হয়েছে এবং হাজার হাজার মানুষ দূর-দূরান্তর থেকে এই উৎসবে সাক্ষী হতে হাজির হয়েছেন। উৎসবের দিন তিনটি বিশাল রথ সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান এবং তাদের উপর শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলদেব ও তাঁদের কনিষ্ঠা ভগিনী সুভদ্রাদেবী অবস্থান করছেন।

জয় জগন্নাথ ধ্বনির মধ্য দিয়ে ভগবানের আরতি সম্পন্ন হলো। অতঃপর উৎসবের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। রাজা একটি ঝাড়ু নিয়ে রথের সম্মুখের পথ পরিষ্কার করতে শুরু করলেন। রাজার এই বিনম্র কর্ম মানুষের হৃদয় জয় করলেও

সেই মন্ত্রী দ্বিধাগ্রস্ত হলেন। মনে হয় মন্ত্রী রথযাত্রার এই প্রাচীন ঐতিহ্য সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন না যে, রাজা যত শক্তিশালীই হোন না কেন ভগবানের জন্য ঝাড়ু দিয়ে পথ পরিষ্কার করায় তিনি অসীম গর্ব অনুভব করেন। মন্ত্রীর কাছে এটি নিম্নশ্রেণীর কর্ম বলে বোধ হওয়ায় তিনি ভাবলেন যে, এই রাজা রাজকন্যার পতি হওয়ার জন্য যথেষ্ট উপযুক্ত নন। তাই রাজাকে সমগ্র ঘটনার বিবরণ দেওয়ার জন্য তিনি অবিলম্বে রওয়ানা হলেন। কাঞ্চীর রাজা পুরুষোত্তমদেবের কর্মে অসম্মানিত বোধ করায় তিনি বিবাহের প্রস্তাব ফিরিয়ে নেন।

**পুরীর পথে ভগবানকে স্বাগত জানাতে হাজার হাজার মানুষ একত্রিত হয়েছে। সমগ্র নগর উৎসবের সাজে সজ্জিত। সকলে মৃদঙ্গ, করতাল সহযোগে ভগবানের প্রীতিবিধানের উদ্দেশ্যে কীর্তন ও নৃত্য করছেন। সবাই জানতেন যে ভগবান জগন্নাথ সর্বাপেক্ষা দয়ালু। তিনি কখনও রথযাত্রা উৎসবে অংশগ্রহণকারী কাউকে নিরাশ করেন না।**

এই সংবাদ পেয়ে পুরুষোত্তমদেব অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং যখন তিনি বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাহারের কারণ জানতে পারেন তিনি একে ভগবান জগন্নাথের অপমান বলে বোধ করেন। তিনি সসভাসদ সিদ্ধান্ত নেন, 'কাঞ্চীর রাজাকে একটা শিক্ষা দেওয়া উচিত।' সেইজন্য পুরুষোত্তমদেব সৈন্য সমভিব্যহারে কাঞ্চী আক্রমণ করেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত যুদ্ধে পরাজিত হন। কোথাও কোথাও কথিত আছে যে, তার তাঁবুতে আগুন লেগে যাওয়ায় তিনি যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করতে বাধ্য হন। আহত এবং বিধ্বস্ত রাজা রাজ্যে ফিরে আসেন এবং হতবুদ্ধি হয়ে ভাবতে থাকেন কেন তিনি যুদ্ধে পরাজিত হলেন।

তিনি জগন্নাথদেবের মন্দিরে গিয়ে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করেন। রাত্রে তার স্বপ্নে জগন্নাথদেব এসে বলেন পুনরায় যুদ্ধে যেতে এবং প্রতিশ্রুতি দেন যে, এইবার তিনি তাঁর ভ্রাতাকে সঙ্গে নিয়ে তার সঙ্গে যুদ্ধে যাবেন। ভগবান জগন্নাথের কথা বৃথা হয় না এবং সেইজন্য রাজা নিশ্চিত হন যে, জগন্নাথদেব তার জন্য যুদ্ধ করবেন।

তিনি পুনরায় সৈন্যদের সংঘবদ্ধ করে কাঞ্চী যাত্রা করেন। পথে মনিকা নামে এক বৃদ্ধা তার পথরোধ করে তার কাছে নিবেদন করেন যে, তার দুজন সৈন্য কালো ও সাদা ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে এসে বিক্রয়ের জন্য আনা তার সমস্ত ঘোল পান করেছেন কিন্তু কোন বিনিময় মূল্য দেননি। মূল্যের কথা বলতেই তারা বলেন যে, রাজা অনতিদূরে পশ্চাতেই আসছেন তার কাছ থেকে নিয়ে নিতে। রাজা তাকে কেন বিশ্বাস করবেন সে কথা বলতে একজন সৈন্য তাঁর অঙ্গুরীয় রাজাকে দেখাবার জন্য তাকে দেন। রাজা সেই অঙ্গুরীয় দেখে চমকে ওঠেন কারণ এটি ভগবান জগন্নাথের শ্রীবিগ্রহের একটি হীরক অঙ্গুরীয়। রাজা বুঝতে পারেন যে, তার জয় নিশ্চিত। তিনি মনিকাকে বিশালভাবে পুরস্কৃত করেন এবং সেই লীলাস্থলে মনিকাপাটানা নামক একটি গ্রাম পত্তন করেন। আজও উড়িষ্যায় সেই গ্রাম বর্তমান।

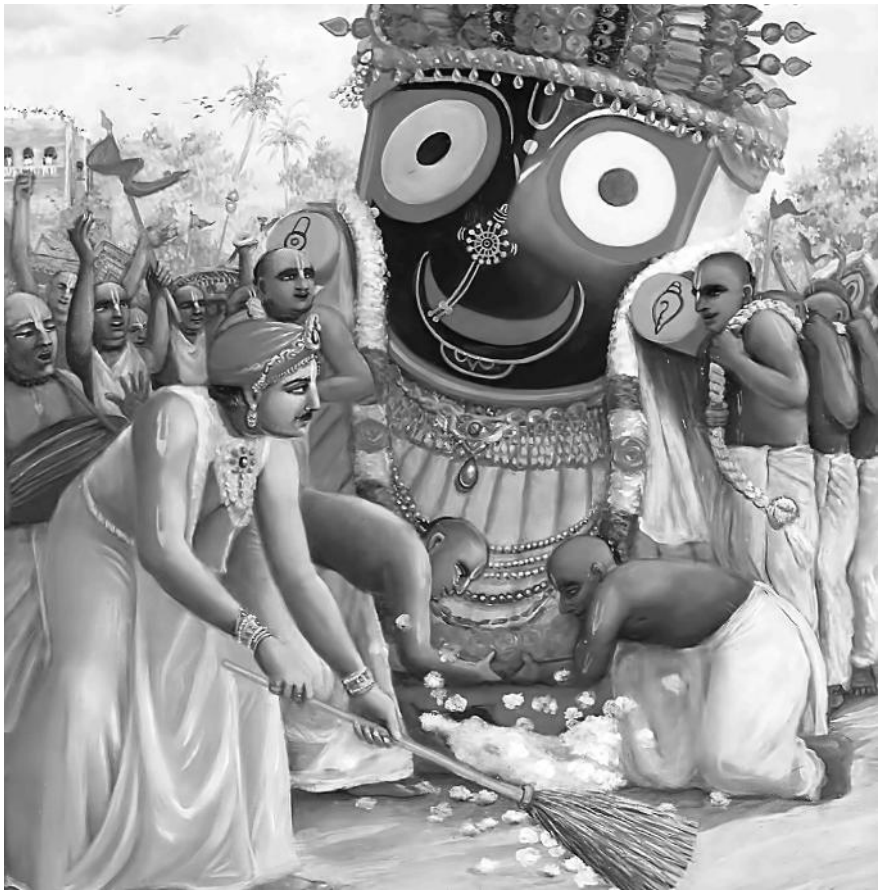

রাজা এবার আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কাঞ্চী অভিমুখে যাত্রা করেন এবং যুদ্ধের সময় দুই দিব্য সৈন্য ভগবান

জগন্নাথ সাদা ঘোড়ায় ও ভগবান বলভদ্র কালো ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে প্রবল বিক্রমে এমন যুদ্ধ করেন যে, কাঞ্চী রাজার সৈন্যদল পলায়ন করতে বাধ্য হয়। পুরুষোত্তমদেব পদ্মাবতীকে বন্দী করে উড়িষ্যায় নিয়ে আসেন। তিনি তার এক মন্ত্রীকে পদ্মাবতীকে ঝাড়ুদারের সঙ্গে বিবাহ দিতে বলেন। মন্ত্রী বলেন যে, উপযুক্ত ঝাড়ুদারের সন্ধান পেলেই তিনি তার সঙ্গে বিবাহ দেবেন। সারাজীবন ঝাড়ুদারের স্ত্রী হয়ে কাটাতে হবে ভেবে পদ্মাবতী অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে তার ভাগ্যকে দোষ দিতে থাকেন এবং ভগবানের কাছে তাকে রক্ষার জন্য কাতর প্রার্থনা করেন। মন্ত্রী তাকে আশ্বাস দেন যে, জগন্নাথদেবের ভূমিতে কারোর প্রতি অবিচার হয় না। দিন যায় এবং রাজা রাজকন্যার বিবাহ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেই মন্ত্রী বলেন যে, তিনি যোগ্য ঝাড়ুদারের সন্ধানে আছেন এবং আশা করেন এক বছরের মধ্যেই একজনকে পাবেন।

প্রায় এক বছর অতিক্রান্ত হলো এবং পুনরায় রথযাত্রা উৎসব সমাগত। পুরীর পথে ভগবানকে স্বাগত জানাতে হাজার হাজার মানুষ একত্রিত হয়েছে। সমগ্র নগর উৎসবের সাজে সজ্জিত। সকলে মৃদঙ্গ, করতাল সহযোগে ভগবানের প্রীতিবিধানের উদ্দেশ্যে কীর্তন ও নৃত্য করছেন। পদ্মাবতী ব্যতীত পুরীতে সকলেই আনন্দিত। মন্ত্রী তাকে বধূর সাজে সজ্জিত হয়ে তার সাথে রথযাত্রায় যেতে বলেন। বলপূর্বক এক ঝাড়ুদারের সাথে তাকে বিবাহ দেওয়া হবে ভেবে তিনি ক্রন্দন করতে থাকলেন।

রথযাত্রার শোভাযাত্রা শুরু হওয়ার পূর্বে রাজা একটি সোনার ঝাড়ু নিয়ে সসম্ভ্রমে রথের পথ পরিষ্কার করছেন। রাজা ঝাড়ু দিতে শুরু করতেই ভক্তগণ উচ্চৈস্বরে ভগবান জগন্নাথের জয়ধ্বনি দিতে শুরু করেন।

সেই মুহূর্তে মন্ত্রী পদ্মাবতীকে রাজার কাছে নিয়ে এলেন। রাজা কন্যাটিকে তার কাছে আনা হলো বলে বিস্মিত হলেন। মন্ত্রী বললেন, 'আপনি আমাকে এর পতিরূপে যোগ্য ঝাড়ুদার সন্ধান করতে বলেছিলেন। আজ আমি একজনকে পেয়েছি। আপনিই এর যোগ্য ঝাড়ুদার।' রাজা বিমুগ্ধ ও রাজকন্যা আনন্দিত। উপস্থিত সকলে মন্ত্রীর বিচক্ষণতার প্রশংসা করলেন এবং হৃদয়ের অন্তঃস্থলে সবাই জানতেন যে, ভগবান জগন্নাথ সর্বাপেক্ষা দয়ালু। তিনি কখনও রথযাত্রা উৎসবে অংশগ্রহণকারী কাউকে নিরাশ করেন না।

পুরুষোত্তম নিতাই দাস ইসকন কোলকাতার ভক্তিবৃক্ষের একজন সদস্য। তিনি আই. বি. এম.-এ পরামর্শদাতা রূপে কর্মরত। তিনি ব্লগ লেখেন http:/krishnamagic.blogshot.co.uk/

# ভেজিটেবল বেলপতা পোলাও

**উপকরণ ঃ** দেরাদুন চাল ১ কিলোগ্রাম। আলু ২৫০ গ্রাম। কড়াইশুঁটি ১৫০ গ্রাম। বীনস ৫০ গ্রাম। গাজর ১০০ গ্রাম। ধনেপাতা ১ আঁটি। আদা ২০ গ্রাম। কাঁচা লংকা ৬টি। পুদিনাপাতা এক আঁটি। বেসন ২০০ গ্রাম। লবন ও চিনি স্বাদ মতো। গরমমশলা গুঁড়ো ১ টেবিল চামচ। তেল ১০০ গ্রাম। ঘি ১ কাপ। ফুলকপি ছোট ১টি।

**প্রস্তুত পদ্ধতি ঃ** আলুগুলো ধুয়ে প্রেসার কুকারে জল দিয়ে সেদ্ধ করে নিন। সেদ্ধ আলুগুলো খোসা ছাড়িয়ে নিন। একটা পাত্রে এই খোসা ছাড়ানো সেদ্ধ আলু নিয়ে তাতে লবণ দিন। ১ চিমটি গরম মশলা গুঁড়ো দিন। ধনে পাতা কুচি কুচি করে দিন। পুদিনা পাতা কুচি করে দিন। এই মিশ্রন ভালো করে চটকে মেখে নিন। এই আলুমাখা ছোট ছোট গোল গোল বল তৈরী করুন। একটা পাত্রে জল ও বেসন গুলিয়ে মণ্ড তৈরি করুন। আলু বলগুলি ওই মণ্ডে চুবিয়ে নিয়ে একটা কড়াইতে ছাঁকা তেলে ভেজে তুলে নিন।

তারপর ওই কড়াইতে বীনস্ কুচি করে ভেজে নিন। গাজর কুচি করে ভেজে নিন। মটরশুঁটিও ভেজে নিন। ফুলকপি ছোট ছোট টুকরো করে ভেজে নিন। এবার এই ভাজাতে ওই গোলা বেসন মাখিয়ে ছোট ছোট বল বানিয়ে ভেজে নিন।

দেরাদুন চাল ধুয়ে ভাত করে নিন। ভাত ঝরঝরে হবে। এবার কড়াইতে ঘি দিন। ঘি গরম হলে তাতে ভাত ঢেলে দিন। লবণ, গরমমশলা গুঁড়ো, অল্প চিনি দিয়ে খুনতিতে নাড়তে থাকুন। একটু ভাজা ভাজা হয়ে গেলে তাতে আলুর বল ও ভেজিটেবল বলগুলো দিয়ে দিন। একটু নাড়িয়ে দিয়ে ঢাকনা চাপা দিন। আঁচ বন্ধ করে দিন। দশ মিনিট পর ঢাকনা খুলে এই পোলাও শ্রীশ্রী জগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রাদেবীকে ভোগ নিবেদন করুন।

— রত্নাবলী গোপিকা দেবী দাসী

# বিশ্বব্যাপী কৃষ্ণভাবনামৃত'র কার্যাবলী

**বি.বি.টি.-র নতুন কৃষ্ণ বুক অ্যাপ ঃ**
**অ্যাপেল অ্যাপ স্টোরে/আই টিউনস্ স্টোরে পাওয়া যাচ্ছে**

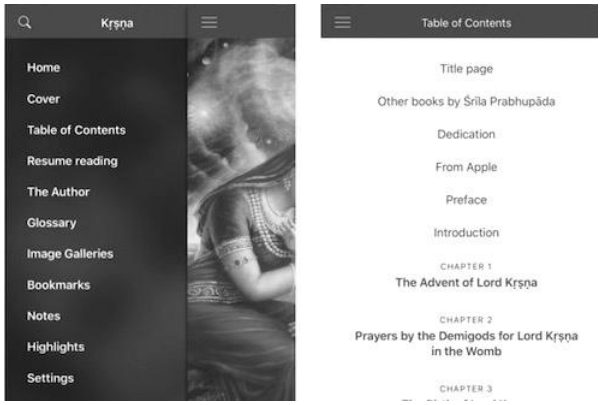


**কিশোরী দাসী ঃ** ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট সম্পূর্ণ কৃষ্ণ বুকের ওপর সদ্য একটি নতুন কৃষ্ণ বুক অ্যাপ প্রকাশ করেছে, যেটি ইংরেজী, রাশিয়ান এবং আরও অনেক ভাষাতে তৈরী করা হয়েছে।

পাঠ্য বিষয়টি প্রত্যেক ভাষাতেই পূর্ণ এবং দ্রুত অনুসন্ধান যোগ্য। সহজ পাঠ্য এবং বহু স্বনির্ধারিত বৈশিষ্ট যুক্ত যার মধ্যে বুকমার্ক সক্ষমতা, লক্ষনীয় করা এবং টীকা করণও যুক্ত আছে। পূর্ণ সংস্কৃত ব্যাখ্যা এবং শব্দকোষ ঠিক মুদ্রিত সংস্করণের মতো।

এক ভাষা থেকে অন্য ভাষাতে সহজেই পরিবর্তন — ইংরেজী ভাষার সঙ্গে রাশিয়ান অথবা জার্মানিতে তুলনা এবং বিপরীত তুলনা। নিজের ভাষাতে অধ্যয়ন অথবা শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থকে পথ প্রদর্শক হিসাবে ব্যবহার করে নতুন ভাষা শিক্ষার অনুশীলন করা।

এটি শিরোনাম যুক্ত বিশাল চিত্র সংকলন যার মধ্যে মূল চিত্র এবং প্রথম মুদ্রিত চিত্র সমূহ বিদ্যমান, পরবর্তী চিত্র সমূহও বিদ্যমান। একটি তৃতীয় চিত্র সংগ্রহালয়, যেখানে শ্রীল প্রভুপাদের অনবদ্য চিত্র সমুহ বর্তমান যাতে তার প্রবচন, কথোপকথন, পত্রাবলী এবং গ্রন্থসমুহ হতে কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণ বুক সম্বন্ধে বহু উৎসাহব্যঞ্জক উদ্ধৃতি বর্তমান।

**'ইচ্ ওয়ান ক্যারী ওয়ান'**
**ইসকনের প্রথম দিনগুলিতে জাদুর সৃষ্টি করেছিল**

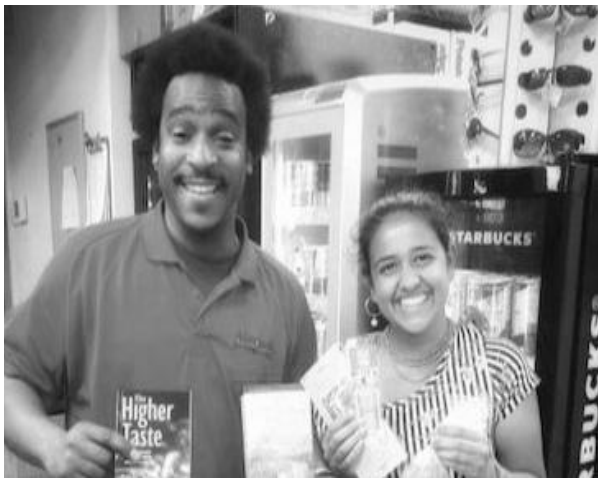


**ইসকন নিউজ ঃ** ওয়াই সিলান্তি মিশিগানের ইসকন হারমনি কালেকটিভ এর এক নব প্রয়াস খেতাব 'ইচ ওয়ান ক্যারী ওয়ান' ভক্তদেরকে এই নির্দেশ দিয়েছিল যে, যেখানেই তারা যাবে প্রত্যেকে একটি করে শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থ এবং মহাপ্রসাদ নিয়ে যাবে বিতরণের জন্য।

সদ্য প্রতিষ্ঠিত ওয়েব সাইট each one carry one.com এক সহজ আদর্শের ওপর স্থাপিত যা সর্বক্ষণের জন্য তিনটি বস্তু বহন করার কথা বলে।

প্রথম বস্তুটি হচ্ছে শ্রীল প্রভুপাদের কিছু ছোট গ্রন্থ যথা 'জন্ম-মৃত্যুর পরপারে', 'জপ করুন এবং সুখী হউন' এবং 'সুস্বাদু কৃষ্ণপ্রসাদ' ইত্যাদি যা আপনি অনায়াসেই বহন করতে পারেন এবং একজন অপরিচিতের কাছে তুলে ধরতে পারেন যাকে দেখে মনে হয়, যে আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী।

দ্বিতীয় বস্তুটি হচ্ছে, ভগবানকে নিবেদিত কিছু প্রসাদ বহন করে নিয়ে যাওয়া।

তৃতীয়তঃ ভক্তদের মহামন্ত্র কার্ড অথবা আমন্ত্রণ কার্ড স্থানীয় মন্দিরে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া উচিত। অ্যামাজোন লিংকে অরগানিক ললিপপ এবং ছোট ম্যাসেঞ্জার ব্যাগে এই সমস্ত বস্তু বহন করা যায় যা each one carry one.com এ সহজলভ্য এবং পে পল লিংকের মাধ্যমে উৎসাহী ভক্তগণ ইসকন ওয়াইসিলাস্তিতে গ্রন্থের পরিবর্তে দান করতে পারেন। বিকল্পরূপে তারা তাদের মন্দির থেকে গ্রন্থ পেতে পারবেন।

দেবমাধবের এই ভাবনা ভক্তদের জন্য, যারা এই সমস্ত বস্তুগুলি তাদের সঙ্গে সমস্ত জায়গা যেমন ব্যাঙ্ক, অফিস, বাজার এমনকি মন্দিরেও নিয়ে যেতে পারেন।

'ইচ ওয়ান ক্যারী ওয়ান' প্রকল্পটি এখন স্থাপিত হয়েছে কিন্তু মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে এই অক্টোবর নভেম্বরে কার্তিক মাসে এর প্রভূত প্রচার করা — দেবমাধব যুক্তরাষ্ট্রে মন্দির সভাপতির কাছে যাবেন বিভিন্ন মন্দিরে সানডে ফিস্টে এর প্রদর্শনের জন্য।

তিনি বলেন, 'আমরা প্রত্যেকে কার্তিক মাস উদ্‌যাপনের এক প্রতিজ্ঞারূপে একে নিতে চাই এবং ডিসেম্বরে ম্যারাথন গ্রন্থবিতরণের সময় প্রকৃত রূপে একে গ্রহণ করতে চাই।'

### পৌরাণিক চরিতাবলী ঃ কিংবদন্তী নায়কদের গল্প — একটি নতুন বই

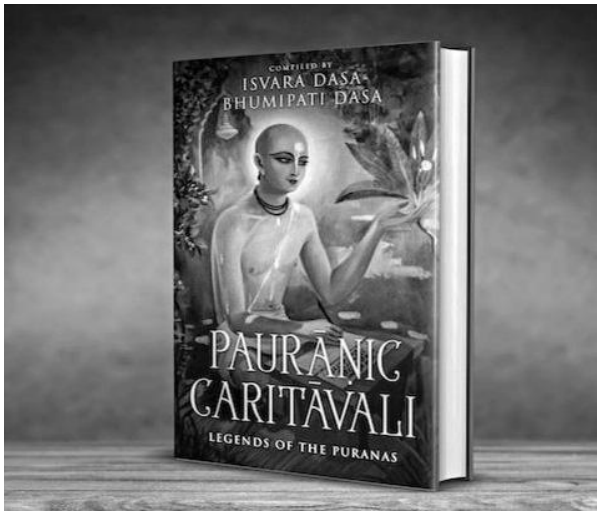


**রাধাসখী দাসী ঃ** কে একজন নায়ক? সাধারণ ভাবে বলা যায় যে, একজন ব্যক্তি যার অসীম বৈশিষ্ট্য যুক্ত সাহস অথবা সক্ষমতা যা সবার প্রিয় এবং আদর্শ গুণসম্পন্ন। তারপর একজন কিংবদন্তী কে? একজন কিংবদন্তী একজন ব্যক্তি, যিনি তাঁর ক্ষেত্রে অত্যন্ত মহান এবং যার মহিমা ও বীরত্ব সময়ের সঙ্গে আগত সাংস্কৃতিক কাহিনীর মাধ্যমে উদযাপিত হয়। টাচস্টোন মিডিয়ার 'পৌরাণিক চরিতাবলী' পুরাণের প্রকৃত কিংবদন্তী চরিত্রগুলির মহিমা উদযাপন করে।

পুরাণের বিভিন্ন সময়ের সৃষ্ট অগ্রদূত নায়কদের গল্পগুলি আধ্যাত্মিক শিক্ষায় রঞ্জিত, পৌরাণিক যুগের জ্ঞান জিজ্ঞাসায় পরিপূর্ণ যা পরবর্তী ক্ষেত্রে শ্রোতা এবং পাঠকদের চেতনাকে বিকশিত করে এবং তাদেরকে পরম সত্যের নিকটে নিয়ে আসে। এই কাহিনীগুলি অত্যন্ত বলশালী যা একজনের চেতনাকে গভীর করার জন্য যথেষ্ট এবং উৎসাহ ব্যঞ্জক যেটি পরে পারমার্থিক পবিত্র জীবন যাপনের দিকে নিয়ে যায় এবং সেবার মাধ্যমে ভগবানকে সন্তুষ্ট করার কাজে লাগায়।

ভূমিপতি দাস এবং ঈশ্বর দাস টাচ স্টোন মিডিয়ার ডাইরেক্টর এই দর্শনীয় 'পৌরাণিক চরিতাবলী' পুরাণের কিংবদন্তীদের একত্রিত করে লেখনীর মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন। এটি তাদের দীর্ঘ পাঁচ বছরের অধ্যবসায় এবং কঠিন পরিশ্রমের ফলে সমগ্র পৃথিবীতে এমন এক অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। আমরা পাঠকদের কাছে আবেদন জানাই যে তারা যেন এই পৌরাণিক নায়কদের বংশাবলী সম্বন্ধে জানার জন্য এতে নিমগ্ন হন। প্রকৃত নায়ক সে, যে পাঠককে বস্তুতপক্ষে খাঁটি এবং পরম সত্যকে আবিষ্কার এবং অনুধাবন করার শিক্ষা প্রদান করে।

### হরেকৃষ্ণ চলচ্চিত্র ধারাবাহিক ভাবে তার সাফল্য ভারতবর্ষ এবং সমগ্র বিশ্বে প্রদর্শন করে চলেছে

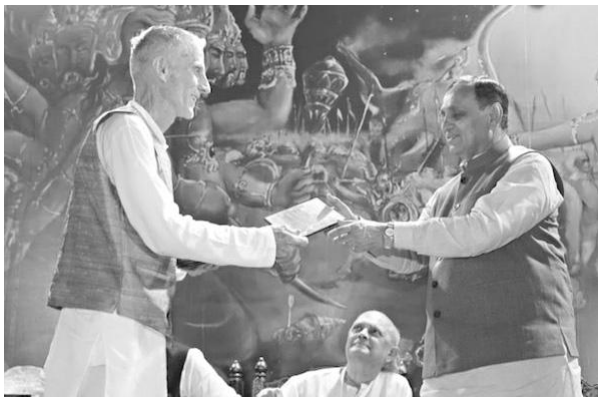

**মাধব দাস ঃ** 'হরেকৃষ্ণ! মহামন্ত্র, আন্দোলন এবং স্বামী যিনি এটি শুরু করেছিলেন' শ্রীল প্রভুপাদের জীবনের ওপর আধারিত একটি পুরস্কার বিজেতা চলচ্চিত্র যা তার ধারাবাহিক সাফল্য ধরে রেখেছে এবং প্রত্যেক জায়গাতে নতুন নতুন দর্শকদের কাছে পৌঁছাচ্ছে।

ভারতবর্ষে চলচ্চিত্রটির নির্দেশক জন গ্রিসার (যদুবর দাস) এবং (জিন গ্রিসার) বিশাখা দাসী হালে চলচ্চিত্রটি

উত্তরভারতীয় মুখ্য চারটি ভাষাতে ভাষান্তরিত করেন যথা — হিন্দি, বাংলা, গুজরাটী এবং মারাঠী।

গুজরাটের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিজয় রূপানী চলচ্চিত্রটির গুজরাটী ভাষার ডিভিডি দশেরা উৎসবের দিন ইসকন আমেদাবাদে উদ্বোধন করেন যেদিন হচ্ছে রামচন্দ্রের রাবণ বিজয়ের দিন।

পাঁচশত ডিভিডি প্রয়াগরাজে অর্ধকুম্ভ মেলাতে বিতরণ করা হয় ফেব্রুয়ারী মাসে ইলাহাবাদে। ইসকন দিল্লী, গ্লোরী অব ইন্ডিয়া টেম্পল এক হাজার ডিভিডি সংগ্রহ করেন তাদের ডোনারদেরকে বিতরণ করার জন্য, যখন লোকনাথ স্বামী এক হাজার ডিভিডি সংগ্রহ করেন সেগুলি পদযাত্রাতে বিতরণের জন্য (ভারতবর্ষব্যাপী তীর্থ পদযাত্রা)।

চলচ্চিত্র নির্মাতা বিশাখা দাসী বলেন, 'যেহেতু চলচ্চিত্রটি বিভিন্ন ভাষাতে তৈরী করা হয়েছে এবং কোন সাবটাইটেল নেই তাই এমনকি গ্রাম্য নিরক্ষর দর্শকরাও এটি দেখতে এবং বুঝতে পারবেন।'

জানুয়ারী মাস হতে এখনো পর্যন্ত এই উত্তর ভারতীয় চার ভাষার প্রায় চৌদ্দ হাজার ডি ভি ডি বিতরিত হয়ে গেছে।

ইতিমধ্যে বিশ্বব্যাপী হরেকৃষ্ণ চলচিত্রটি বিভিন্ন তারিখে উনচল্লিশটি দেশে জনপ্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হয়েছে এবং অনলাইনে প্রায় একশত দেশে প্রদর্শিত হয়েছে। অ্যামাজন.কম এই চলচ্চিত্রের ডিভিডি বিতরণ করছে এবং ভাড়া নেবার জন্য বা ক্রয় করার জন্য এর স্ট্রিমিং সার্ভিস অ্যামাজন প্রাইমের মাধ্যমেও পাওয়া যাচ্ছে।

যদিও চলচ্চিত্রটির ডিভিডি এবং স্ট্রিমিং আগষ্ট ২০১৮ থেকে সুলভে প্রাপ্ত হচ্ছে তথাপি প্রযোজকরা এখনো পর্যন্ত জনপ্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শনের জন্য অনুরোধ করছেন। উদাহরণ স্বরূপ, হরেকৃষ্ণ এই অক্টোবরে ইটালিতে বড় পর্দায় দেখানো হবে এবং যা প্রায় পাঁচশটি প্রধান নগরে প্রদর্শিত হবে।

সুইডেনও চলচ্চিত্রটি প্রেক্ষাগৃহ এবং দূরদর্শনে প্রদর্শন করবে যার তারিখ এখনও নির্ধারিত হয়নি।

বিশাখা বলেন, 'আমরা ব্যক্তিগতভাবে দেখেছি যে, শ্রীল প্রভুপাদ এমন কি একজনকেও কৃষ্ণনাম বিতরণের জন্য কত আগ্রহী এবং ব্যগ্র ছিলেন। এটি আমাদের সৌভাগ্য, সুযোগ এবং পরম সুখের যে তার এই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র আন্দোলন বিতরণের ব্যগ্রতাকে সমগ্র বিশ্বে বিতরণ করার সুযোগ পাচ্ছি যা সমগ্র বিশ্ববাসীর জীবনের চলার পথে চিরস্থায়ী সুখ এবং আনন্দ স্থাপন করবে।'

## ভক্তিবেদান্ত লাইব্রেরী সাউথ আমেরিকান সেমিনার ঃ এক অবিস্মরণীয় পারমার্থিক অভিযান

**বলদেব দাস ঃ** ফেব্রুয়ারী ২০১৯, নবগুন্ডিচা ধাম, মেনডোজা, আর্জেন্টিনাতে প্রভূত সাফল্যের সঙ্গে ভক্তিবেদান্ত লাইব্রেরী সেমিনার অনুষ্ঠিত হলো। এর মূল ভাবাদর্শ ছিল শাস্ত্র সমুহের সেবা 'শাস্ত্র সেবা' লক্ষ্য ছিল অধ্যয়ন এবং শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থ বিতরণের মাধ্যমে ভক্তি প্রকাশ।

মেনডোজা দক্ষিণ আমেরিকাতে ইসকনের শিক্ষা বিস্তারের জন্য এক উপযুক্ত জায়গা যেহেতু এটি দুই ঐতিহাসিক স্থানের মধ্যস্থল এবং আর্জেন্টিনার বুয়োনার্স এয়ার্স ও চিলির সান্টিয়াগোর মন্দিরের মধ্যে ব্রহ্মচারী আশ্রম বিদ্যমান।

অনুমান ক্রমে প্রায় পনের জন ভক্ত সম্মেলনকারী হিসাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। পরিণাম স্বরূপ স্থানীয় সম্প্রদায় ভক্তরাও বিভিন্ন কর্মশালা এবং শিক্ষাক্রমে অংশগ্রহণ করেন।

এছাড়াও সম্মেলনে ভক্তিভূষণ স্বামী, পুরুষোত্রয় স্বামী এবং ভক্তি সুন্দর গোস্বামী অংশগ্রহণ করেন এবং যাদের উপস্থিতির ফলে সম্মেলনে প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনা ও চমৎকারিত্ব বহন করে আনে।

## শচীনন্দন স্বামীর সঙ্গে জপ সম্পাদন ভগবানের দিব্য নামের গভীরে ডুব দেওয়ার সদৃশ

**মাধব দাস ঃ** শচীনন্দন স্বামীর বিখ্যাত লিভিং নেম রিট্রিট— এক গভীর এবং উৎসাহ ব্যঞ্জক জপ কীর্তনে গভীর ডুব দেওয়ার সদৃশ যা নব বৃন্দাবন পশ্চিম ভার্জিনিয়াতে দ্বিতীয়বারের জন্য আসছে।

নব বৃন্দাবনের সরল, শান্ত ও নিরিবিলি গ্রাম্য পরিবেশ শহরের ব্যস্ত জীবন যেখানে আমরা বাস করি তার থেকে অনেক দূর, সেখানে আগত ভক্তদের নিখুঁত বিন্যাস হবে এবং তারা মন খুলে প্রকৃতির সঙ্গে এবং ভগবান কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর দিব্য নামের মাধ্যমে নিজেদেরকে যুক্ত করতে পারবে।

শচীনন্দন স্বামী বলেন, 'রিট্রিট হচ্ছে সত্যিকারের এক রূপান্তর যোগ্য অভিজ্ঞতা, কারণ এটি শুধুমাত্র কয়েকটি দক্ষতার থেকে অনেক বেশী বিষয় দান করে যা আপনার জপের গুণমান বৃদ্ধি করবে। এর লক্ষ্য হচ্ছে রাধাকৃষ্ণের দিব্য নাম জপের মাধ্যমে তাঁদের সঙ্গে সম্পর্কে উন্নতি করা। সম্ভবত এই কারণের জন্যই জপ রিট্রিট এত জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।'

# শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার প্রাথমিক আলোচনা

কমলাপতি দাস ব্রহ্মচারী

৮ম অধ্যায়

হরেকৃষ্ণ, অষ্টম অধ্যায়ে ২৮টি শ্লোক আছে। এই অধ্যায়ের বিভাজন — (৮.১—৮.৪) অর্জুনের প্রশ্ন এবং শ্রীকৃষ্ণের উত্তর (৮.৫—৮.৮) মৃত্যুকালে স্মরণ (৮.৯—৮.১৩) ধ্যান অনুশীলনের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ (৮.১৪—৮.১৬) ভক্তির মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান (৮.১৭—৮.২২) জড় ও চিন্ময় জগতের তুলনা (৮.২৩—৮.২৮) কৃষ্ণ প্রাপ্তির জন্য শুদ্ধভক্তির একাধিপত্য।

সপ্তম অধ্যায়ের শেষে ২৯নং ও ৩০নং শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করেছেন। অর্জুন এই শব্দগুলির অর্থ আরো পরিস্কার ভাবে জানার জন্য অষ্টম অধ্যায়ের ১নং ২নং শ্লোকে ৮টি প্রশ্ন করেছেন। ভগবান খুব সুন্দরভাবে প্রথম ৭টির উত্তর দিয়েছেন ৩নং ও ৪নং শ্লোকে এবং শেষ প্রশ্নের উত্তর সবিস্তারে পুরো অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

১) ব্রহ্ম কি? — জীবাত্মা যা অবিনশ্বর, ২) অধ্যাত্ম কি? — জীবের স্বভাব বা প্রকৃতি। ৩) কর্ম কি? — দেহ ধারণের জন্য সংসার ধর্ম পালন। ৪) অধিভূত কি? — নশ্বর জড় জগৎ। ৫) অধিদৈব কি? — ভগবানের বিশ্বরূপ (যিনি দেব-দেবী ও তাঁদের লোক সমূহ পরিচালনা করেন)। ৬) অধিযজ্ঞ কি? — যজ্ঞের ভোক্তা (যিনি সকলের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে অবস্থানকারী শ্রীকৃষ্ণ)। ৭) অধিযজ্ঞ কোথায় অবস্থান করেন? — সকলের হৃদয়ে। ৮) মৃত্যুকালে কীভাবে শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করা যায়? — এর উত্তর পরবর্তী অংশ জুড়ে।

৫নং শ্লোকে ভগবান স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন যে, মৃত্যুর সময় আমাকে স্মরণ করে দেহত্যাগ করলে আমার ভাবই প্রাপ্ত হবেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সে পাপী হোক আর অন্য সম্প্রদায় ভুক্ত হোক, উত্তরায়ণ বা দক্ষিনায়ণ হোক, শুক্লপক্ষ বা কৃষ্ণপক্ষ হোক কোন নিয়ম কানুন নেই। এখন কেউ প্রশ্ন করতে পারে তা হলে সারা জীবন কেন আমি এত কষ্ট করে হরিনাম করব?

দীন হীন যত ছিল হরিনামে উদ্ধারিল
তার সাক্ষী জগাই মাধাই।

তারপর শাস্ত্রে এও আছে —

একবার হরিনামে যত পাপ হরে।
পাপীর সাধ্য নাই তত পাপ করে।।

তা হলে শাস্ত্র অনুযায়ী এবং গীতার কথা অনুযায়ী একবার মৃত্যুর সময় ভগবানকে স্মরণ করে হরিনাম করে নেবো। এর উত্তর হচ্ছে, বলা সহজ, করা খুব কঠিন। কারণ সাধারণ বিপদে যদি কৃষ্ণকে স্মরণ করার অভ্যাস না রাখি তা হলে মৃত্যুর সময় স্মরণ করা অসম্ভব। গরুড় পুরাণে উল্লেখ আছে মৃত্যুর সময় চল্লিশ হাজার কাঁকড়া বিছা কামড়ানোর যন্ত্রণা পাবো সেই সময় অভ্যাস না থাকলে পারব না। একজন বিদেশী ভক্ত ক্লাস দেওয়ার সময় বললেন অষ্টম অধ্যায় হলো 'জীবনবীমা' — যেমন জাগতিক ব্যাপারে জীবনবীমা করে রাখলে মৃত্যুর সময় সে পাবে না কিছু;কিন্তু উনার আত্মীয়-স্বজনরা পাবে। কিন্তু এই জীবনবীমা আপনি যা করবেন তার ফল আপনি নিজে পাবেন অন্য কেউ নিতে পারবে না। তাই সময় থাকতেই আপনি ভগবানের নাম গ্রহণ করুন। কারণ —

জীবন অনিত্য জানহ সার
তাহে নানাবিধ বিপদ ভার
নামাশ্রয় করি যতনে তুমি
থাকহ আপন কাজে।।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

৬নং শ্লোকে মৃত্যুর সময় যে ভাব স্মরণ করে দেহত্যাগ করবেন, সেই ভাবই প্রাপ্ত হবেন। যেমন মৃত্যুর সময় (ভাঃ পঞ্চম স্কন্ধে আছে) ভরত মহারাজ হরিণের কথা চিন্তা করতে করতে দেহ ত্যাগ করলেন তাই পরবর্তীতে হরিণের দেহ লাভ করলেন। আবার স্ত্রীর কথা চিন্তা করার ফলে (ভাঃ চতুর্থ স্কন্ধে) পুরঞ্জনের স্ত্রী দেহলাভ হলো। একজন ভক্ত বলছিলেন বর্তমান যুগে বেশি মেয়ে জন্মগ্রহণ করছে কারণ বর্তমান যুগে ছেলেদের বেশি বয়সে বিয়ে হচ্ছে আর মেয়ের বয়স কম। তাই মৃত্যুর সময় চিন্তা করে আমার স্ত্রীকে কে দেখবে। এই চিন্তা করতে করতে মারা যায় আর স্ত্রী সামনেই বসে থাকে তাই পরবর্তী জীবনে মেয়ে শরীর লাভ করে। ৭নং শ্লোকে ভগবান অর্জুনকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন বসে বসে আমার নাম শুধু স্মরণ করতে হবে আমার সেটা অভিমত নয় — স্মরণের সাথে সাথে তোমার কর্তব্য রূপ যুদ্ধ কর। তাহলে আপনা থেকেই তোমার মন ও বুদ্ধি অর্পিত হবে — সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। একটা উদাহরণ দিলে আমাদের বুঝতে সুবিধে হবে যেমন কোন সতী নারীর কর্তব্য তাঁর স্বামীর কথা চিন্তা করা। তার মানে এই নয় সব সময় বসে বসে চিন্তা করা। স্বামী যদি বলে আগামীকাল আমি একটা বিশেষ কাজে সকাল ৫টার সময় কোলকাতায় যাবো আর আসবো বিকাল ৫টার সময়। তা হলে স্ত্রীর কর্তব্য ভোরে উঠে স্বামীর জন্য রান্না করা এবং কিছু টিফিন দেওয়া এই কাজ করা মানেই স্বামীর চিন্তায় রত থাকা। তাই ভগবান বললেন, 'হে অর্জুন! সর্বদা আমাকে স্মরণ করে তোমার স্বভাব বিহিত যুদ্ধ কর।' কৃষ্ণ স্মরণ বিষয়টি এতোই গুরুত্বপূর্ণ যে ভগবান পুনরায় ৮নং শ্লোকে আবার উল্লেখ করলেন। ৯নং শ্লোকে কিভাবে তাঁর চিন্তা বা ধ্যান করা যায় দশটি উপায় তিনি এখানে বর্ণনা করেছেন। ১০নং শ্লোকে 'যোগবলেন' কথাটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রীল প্রভুপাদ উল্লেখ করেছেন 'ষটচক্র' যোগ বা ভক্তিযোগই হোক না কেন যদি আগে থেকে অভ্যাস না করা হয় আকস্মিকভাবে ভগবানকে স্মরণ করা যায় না। ১১নং শ্লোকে ভগবান সংক্ষেপে অর্জুনকে 'ষটচক্র' অভ্যাসের পদ্ধতি বর্ণনা করবেন। ১২নং শ্লোকে ইন্দ্রিয়ের সবকটি দ্বার সংযত করে, মনকে হৃদয়ে নিরোধ করে এবং ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে প্রাণ স্থাপন করে যোগে স্থিত হতে হয়। ১৩নং শ্লোকে পবিত্র ওঁ-কার উচ্চারণ করতে করতে কেউ যদি পরমেশ্বর ভগবানকে স্মরণ করে দেহত্যাগ করেন তাঁর কি গতিলাভ হয়। শ্রীল প্রভুপাদ এই শ্লোকের তাৎপর্যে উল্লেখ করেছেন — এই যুগের জন্য মহামন্ত্র কীর্তন করতে করতে যদি কেউ দেহত্যাগ করেন তা হলে নিঃসন্দেহে চিন্ময় লোকে প্রবেশ করবেন। ১৪নং শ্লোকে 'অনন্যচেতাঃ' মানে অন্য কোন বাসনা থাকে না। যেমন কর্মী — ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের বাসনা থাকে। জ্ঞানী — জড়জাগতিক দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্তি চায়। যোগী — যোগবল কামনা করেন। কিন্তু শুদ্ধ ভক্ত কেবল ভগবানের সুখ চায় — তাই সেই ভক্তের কাছে ভগবান সুলভ হন।

**ভগবান বললেন, 'হে অর্জুন! সর্বদা আমাকে স্মরণ করে তোমার স্বভাব বিহিত যুদ্ধ কর।' কৃষ্ণ স্মরণ বিষয়টি এতোই গুরুত্বপূর্ণ যে ভগবান পুনরায় ৮নং শ্লোকে আবার উল্লেখ করলেন।**

১৫নং ও ১৬নং শ্লোকে শুদ্ধ ভক্তির অনুশীলনের ফল বর্ণনা করেছেন। প্রথমতঃ এই দুঃখপূর্ণ জগতে আর ফিরে আসে না কারণ ভগবানের ধামে ফিরে যায়। না হলে কেউ যদি সর্বোচ্চ লোক ব্রহ্মলোক পর্যন্ত যায় তাঁকে আবার পুনরায় এই জগতে ফিরে আসতে হয় অর্থাৎ পুনর্জন্ম হয়।

১৭-২২নং শ্লোকে ভগবান জড় ও চিন্ময় জগতের তুলনা

করেছেন। ১৭নং শ্লোকে ব্রহ্মলোক হলেও জড় জগতের মধ্যে এই স্থান। আয়ু যদিও খুব বেশি। কিন্তু জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি থেকে মুক্ত নন। উন্নত সন্ন্যাসী সেই লোকে যান। ব্রহ্মার দিনের শেষে খন্ড প্রলয় হয়। ব্রহ্মার দিনের আগমনে সমস্ত জীব অভিব্যক্ত হয় আর ব্রহ্মার রাত্রিতে সমস্ত জীব মহাবিষ্ণুর শরীরে প্রবেশ করে। কিন্তু চিন্ময় ধাম তা কখনও প্রলয় হয় না। সেখানে জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি নেই। ভগবানের অঙ্গ জ্যোতির দ্বারা আলোকিত হয়। এবং কেউ যদি একবার সেখানে যায় আর তাকে কখনও ফিরে আসতে হয় না। আর সেই ধাম ও ভগবানকে লাভ করার উপায় অনন্যা ভক্তির মাধ্যমে।

এখন কেউ প্রশ্ন করতে পারে — যদি কেউ ভগবানের ধামে একবার যায় তা হলে সে আর ফিরে আসে না — তা হলে আমরা এই জগতে এলাম কি করে? এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন শ্রীল প্রভুপাদ চৈঃ চঃ মধ্য বিংশ পরিচ্ছেদে ১১৭নং শ্লোকের তাৎপর্যে। জীব অন্তরঙ্গা বা বহিরঙ্গা উভয় শক্তিতে অবস্থান করতে পারে বলে তাকে তটস্থা শক্তি বলা হয়। জীব শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অংশ কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তার নিত্য সম্পর্কের কথা বিস্মৃত হওয়ার ফলে সে এই জড়জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে।

কৃষ্ণবহির্মুখ হঞা ভোগ বাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে।।

কবে এবং কি কারণে জীব কৃষ্ণকে ভুলে গিয়েছিল তার উল্লেখ নেই, তাই 'কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ।'

শ্রীমদ্ জয়াদ্বৈত স্বামী গুরু মহারাজ একসময় ক্লাসে বলেছিলেন— জীব যেহেতু তটস্থা শক্তি তাই ভগবানের ধামে গেলেও এই শক্তির পরিবর্তন হচ্ছে না তাই ওখানে গেলেও বুঝতে হবে যে, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে প্রতিযোগিতার মনোভাব নিয়ে ভোগ করার বাসনার ফলে জীব এই জড় জগতে অধঃপতিত হয়।

ভগবান ২৩-২৬নং শ্লোকের মাধ্যমে অর্জুনকে বোঝাতে চাইছেন জ্ঞানযোগী, কর্মযোগী ও অষ্টাঙ্গযোগীদের কি উপায়ে দেহত্যাগ করলে তাদের কোন গতি লাভ হয় উল্লেখ করেছেন। যেমন উত্তরায়ন কালে দেহ ত্যাগ করলে ব্রহ্মলাভ হয়। মকর সংক্রান্তি থেকে উত্তরায়ন চালু হয়, ছয়মাস থাকে। শ্রীল প্রভুপাদ উল্লেখ করেছেন দৈবক্রমে শুভ মুহূর্তে যদি কারো দেহ ত্যাগ না হয় তা হলে পুনরায় তাকে এই জগতে ফিরে আসতে হবে।

২৫নং শ্লোকে যোগীরা যদি কৃষ্ণপক্ষে দিনের বেলায় দক্ষিনায়ন কালে দেহত্যাগ করে তাহলে চন্দ্রলোকে গমন পূর্বক সুখ ভোগ করে পুনরায় মর্ত্যলোকে ফিরে আসে।

২৬নং শ্লোকে উল্লেখ করেছেন শুক্লপক্ষে দেহ ত্যাগ করলে আর এই জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না। কৃষ্ণপক্ষে ফিরে আসতে হয়।

২৭নং শ্লোকে ভগবান বলছেন — যদি তুমি ভক্তিযোগ অবলম্বন কর তা হলে কোন দুশ্চিন্তার কারণ নেই কোন্ পক্ষে, কোন্ মার্গে — দিনে না রাত্রিতে মারা গেলাম। ভক্তিযোগ অবলম্বন মানে সর্বদাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত থাকা সেটাকেই বলা হয় অনন্যা ভক্তি এবং এর ফলে ভগবৎ ধাম প্রাপ্তি নিশ্চিত।

২৮নং শ্লোকে ভগবান সারাংশ দিচ্ছেন ভক্তিযোগের গুরুত্ব। বেদপাঠ, যজ্ঞানুষ্ঠান, তপস্যা, দান আদি যত প্রকার জ্ঞান ও কর্ম আছে সেই সমুদয়ের যে ফল ভক্তিযোগ দ্বারা লাভ করে আদি ও পরম ধাম প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শ্রীল প্রভুপাদ তাৎপর্যে উল্লেখ করেছেন ভগবদ্গীতার প্রতি যাঁর কিছু মাত্র বিশ্বাস আছে, তাঁর পক্ষে কোন ভক্তজনের কাছে থেকেই ভগবদ্গীতার শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। আর কলিযুগের জন্য ভক্তি করার সহজ উপায় শ্রীল প্রভুপাদ বলেছিলেন শুধু মাত্র—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ।।

জপ কীর্তন করা।

কমলাপতি দাস ব্রহ্মচারী ইসকন মায়াপুরে ১৯৯২ সালে যোগদান করেন। শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজের চরণ কমলে আশ্রিত হয়ে প্রথম থেকেই তিনি গ্রন্থ প্রচারে যুক্ত আছেন। ২০১৭ সালে শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ, কমলাপতি দাস ব্রহ্মচারীর গ্রন্থ প্রচারের রজত জয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপন করেন।

# বোকা মালী ও মূর্খ পন্ডিত

**শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের শিক্ষামূলক গল্প হতে গৃহীত**

এক রাজার এক মালী ছিল, যে বাগান দেখাশোনা করত এবং একজন পন্ডিত যিনি তার কর্ম করতেন। উভয়েরই সাধারণ জ্ঞান কম ছিল।

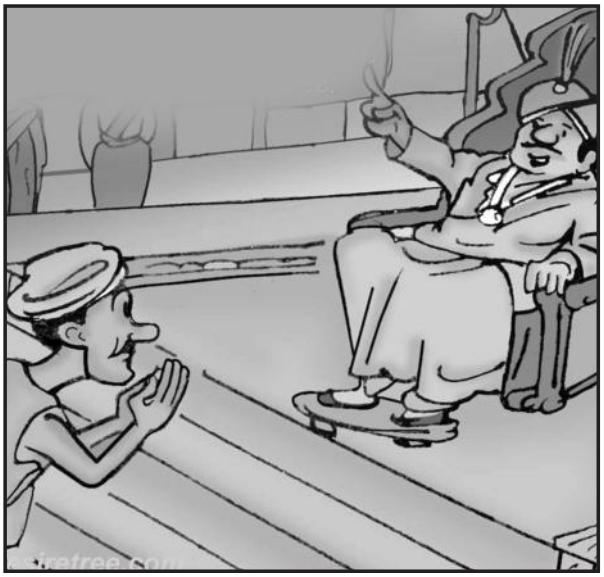

একদিন রাজা যখন তার বাগানে ভ্রমণ করছিলেন। তিনি হঠাৎ দেখলেন যে, মালী তার বাগানের গাছে জল সিঞ্চনে সমস্যাগ্রস্ত হচ্ছেন।

আমার মনে হচ্ছে গাছের ডাল, পাতা এবং ফুল সমূহে উত্তম রূপে জল সিঞ্চন প্রয়োজন কারণ এগুলি গাছ থেকে উৎপন্ন। তাই আমার প্রতিটি ডাল, পাতা এবং ফুলে যত্ন সহকারে জল সিঞ্চন করা উচিত।

তুমি কি করছো? প্রত্যেকটি ডাল, পাতা ও ফুলে জল সিঞ্চন করছ এভাবে পুরো গাছ পুষ্টি প্রাপ্ত হবে না সরাসরি ভাবে ফুলে পাতায় জল সিঞ্চনের ফলে এগুলি পচে যাবে এবং গাছটি মরে যাবে। তোমার গাছের মূলে জল সিঞ্চন করা উচিত যাতে অনায়াসে সমস্ত বৃক্ষটি জল পায় এবং সুন্দর ভাবে পুষ্টি লাভ করে।

তারপর রাজা সেই পন্ডিতকে দেখতে গেলেন

হে বিদ্বান পন্ডিত! আপনি কি করছেন? আপনি কেন খাদ্য কানে, নাকে, চোখে, হাতে এবং পায়ে দিচ্ছেন?

আমার নাক, কান, চোখ, হাত এবং পা আমার ইচ্ছা পূরনের জন্য সর্বদাই কঠোর পরিশ্রম করে। তাই পেট এবং মুখ অপেক্ষা তাদের প্রথমে সন্তুষ্ট করা আমার কর্তব্য।

ওহ! আপনি কি বোকা? যদি আপনি পেটে খাদ্য দেন তাহলে আপনা হতেই অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলি পুষ্টি প্রাপ্ত হবে।

**তাৎপর্য ঃ**

শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত আছে —

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্বার্হণমচ্যুতেজ্যা।।

যেমন ভাবে বৃক্ষমূলে জল সিঞ্চনের প্রভাবে তার শাখা-প্রশাখা, পত্র-পুষ্প সকলই পুষ্টিপ্রাপ্ত হয়, উদরে খাদ্য প্রদান করলে দেহের সমস্ত ইন্দ্রিয়সমূহ উজ্জীবিত হয় তদ্রূপ পারমার্থিক সেবার মাধ্যমে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সেবার ফলে আপনা আপনি সমস্ত দেবদেবী সন্তোষ প্রাপ্ত হন, যারা ভগবানেরই অংশ।

# কৃষ্ণসেবাই সার্বজনীন ধর্ম্ম

দয়াল নিতাই দাস

বর্তমান সময়ে ধর্ম বা দেশসেবা প্রভৃতির নামে যে সকল কার্য জগতের লোকের নিকট বড় আদরের ও মঙ্গলময় বলে চলছে, সেইসব ভগবদ বিমুখ কর্মজ্ঞান যোগাদির চেষ্টা নাস্তিক সম্প্রদায়ের ভোগময়ী চেষ্টা মাত্র, এতে ভগবানের সেবার গন্ধমাত্র নাই।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ শ্লোকে সর্ব ধর্ম পরিত্যাগ করে ভগবদাশ্রয়স্বরূপ ধর্ম গ্রহণ করতে বললেন। কিন্তু ভগবানের সেই সাক্ষাৎ আদেশ ও উপদেশ লঙ্ঘন করে সর্বধর্ম সমন্বয় মানবধর্ম ইত্যাদি নাম দিয়ে ভগবদ বহির্মূখ নাস্তিক সম্প্রদায় মনঃকল্পিত মত বা মনোধর্ম সৃষ্টি করে নিজেরাও বঞ্চিত হচ্ছেন এবং অপরকেও বঞ্চিত করছেন। জগতের সমস্ত লোকও যদি তা সত্য বলে গ্রহণ করে তথাপি তা বাস্তব সত্য হতে বহুদূরে অবস্থিত। কৃষ্ণবহির্মূখ ভোগবাদীর চেষ্টা কখনই পরমধর্ম নয়। ভগবান শ্রীহরিতে অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা ভক্তি বা সেবাই জীবমাত্রের পরমধর্ম ও একমাত্র সার্বজনীন ধর্ম, এটিই আত্মধর্ম বা নিত্যধর্ম। সাধু গুরু বৈষ্ণবের কৃপায় সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হলে শ্রীহরিই জীবের নিত্যপ্রভু, হরিসেবাই জীবের নিত্যধর্ম ও জীবমাত্রই তাঁর নিত্যদাস এই কথায় বিশ্বাস জন্মে। পদ্মপুরাণে বলেন, আরাধনানাং সর্বেষাং বিষ্ণোররাধনং পরম্, — পৃথিবীতে যত রকমের আরাধনা আছে তন্মধ্যে বিষ্ণুর আরাধনাই শ্রেষ্ঠ। তাতে জীবের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হয়। মানুষের জীবনের সাফল্য বিচার করা হয় ইহ জীবনে জড়সুখ এবং পরলোকে মুক্তির মাধ্যমে। সেই সাফল্যলাভ করা যায় কেবল শ্রীকৃষ্ণের কৃপার দ্বারা। কেউ যখন সর্বান্ত করণে কৃষ্ণতত্ত্ব বক্তা শ্রীগুরুদেবের নির্দেশ পালন করেন, তখন তাঁর পক্ষে সবকিছুই সহজ ও সাফল্য মণ্ডিত হয়।

যারা ভগবদ্ পরায়ণ, ভগবানের বিধি বিধানের আনুগত্য স্বীকার করেন এবং অন্য সকলকে ভগবানের ভক্ত হতে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে সক্ষম তাঁরাই হচ্ছেন মানব সমাজের প্রকৃত শুভচিন্তক। কৃষ্ণভক্ত হলে আসুরিক ভাব বিনষ্ট হয় এবং মানবের সমগ্র চেতনা ভগবানের দিব্য গুণাবলীতে ভরে ওঠে। তখন সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় থাকে। কিন্তু আধুনিক সভ্যতা বৈদিক নির্দেশ অনুসরণ করছে না বলে তা মানুষকে নিষ্ঠুরভাবে অবক্ষয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

জগতে যত জীব আছেন সকলেই কৃষ্ণদাস (চৈচ ৬/৮১ আদি) একথা কেউ মানে কেউ মানে না। সব তাঁর দান এই সাধুবাক্য শিরোধার্য করে জীব যদি কৃষ্ণসেবায় উন্মুখ হয় তাহলে সব সিদ্ধিই তার করতলগত। কৃষ্ণবহির্মুখ জীব সংসারে অধিক। তাদের শাস্ত্র নৈপুণ্য নেই। কর্তব্যাকর্তব্য বিচার নাই। স্বার্থসুখই তাদের সর্বস্ব। কৃষ্ণবহির্মুখ হইয়া ভোগবাঞ্ছা করে, নিকটস্থ মায়া তারে ঝাপটিয়া ধরে। মায়ার দ্বারা প্রতিনিয়ত দন্ডিত হয়েও কৃষ্ণের দাসত্বকে স্বীকার না করাই জীবের দূর্গতির একমাত্র কারণ। জীবেরা ভোগ করার বাসনায় এ জগতে আসে, কিন্তু যেহেতু তারা কৃষ্ণবহির্মুখ হয়ে ভোগ করতে চায়, তাই মায়ার অধীনে তাদের জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধির ক্লেশ ভোগ করতে হয়। ভোগ করার বাসনা কেউ পরিত্যাগ করতে পারে না। কেননা বাসনা হচ্ছে জীবদের লক্ষণ। বাসনাহীন জীবন মৃত। তাই জীবন এবং বাসনা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বাসনার চরম চরিতার্থতা তখনই হয় যখন জীব ভগবানের সেবা করার বাসনা করে এবং ভগবানও চান যে, প্রতিটি জীব যেন তার সমস্ত ব্যক্তিগত বাসনা পরিত্যাগ করে তাঁর বাসনার অনুকূলে চলে। সেটিই হচ্ছে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শেষ উপদেশ। মানুষ কৃষ্ণকে পরমপুরুষ, পরম ঈশ্বর, পরমসখা, পরমপুত্র, পরমপ্রেমিক বলে মনে করতে পারেন। কিন্তু কেউ যদি এই সব দিব্য সম্পর্কে কৃষ্ণের সহিত সম্পর্কিত হন তাহলে বুঝতে হবে তার অনর্থ নিবৃত্তি হয়েছে। সংসারের সুখ-দুঃখে তিনি আর বিচলিত হন না। তিনি মুক্ত, এই অবস্থায় তিনি ব্রহ্মভূত অবস্থা প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নআত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি (গীতা ১৮। ৪৪) আত্মা প্রসন্ন হলে তিনি সর্ব অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকেন। কিন্তু বদ্ধ অবস্থায় মানুষের চাওয়া-পাওয়ার শেষ নেই। কৃষ্ণভক্ত শুধু কৃষ্ণকে চায়, কৃষ্ণের কাছে তাঁর সেবা ব্যতীত কিছুই প্রার্থনা করেন না। সংসিদ্ধি হরিতোষণম্— শ্রীহরি প্রসন্ন হলে তাঁর কৃপায় সব দুঃখ নাশ হয়। সব সিদ্ধি সহজেই লাভ করা যায়। শাস্ত্র বলে,

কৃষ্ণকৃপা বিনা নহে দুঃখ মোচন।
থাকুক বা বিদ্যা বুদ্ধি কোটি কোটি ধন।।
আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা তারে বলে কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।।

অতএব ভগবানের ভক্ত হয়ে ভগবানের প্রতি প্রেমময় সেবা সম্পাদন করাই সার্বজনীন ধর্ম। কলিযুগবাসী যদি এই সার্বজনীন ধর্ম পালন করতে আগ্রহী হন, তারা নিঃসন্দেহে সত্যযুগের মানুষের মতো সুখী হতে পারে। সত্যযুগে ভক্তির সঙ্গে শ্রীহরির অর্চন ও শত শত পত্রাদি দ্বারা যে ফল পাওয়া যায় কলিযুগে শুধু গোবিন্দ কীর্তন দ্বারা তা সমস্তই পাওয়া যায়। ভগবানের অনন্ত কোটি নামের মধ্যে কৃষ্ণনাম সর্বশ্রেষ্ঠ। কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণ নামেই অবতার নিয়োজন। এই হরেকৃষ্ণ নাম কীর্তনই মহাপ্রভুর শিক্ষা। কৃষ্ণনামাশ্রয় ব্যাতীত জীবের আর মঙ্গল নাই। সমস্ত ভক্তি প্রকারের মধ্যে শ্রীনামই প্রধান।

তত্ত্ববস্তু - কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেমরূপ।
নাম সংকীর্তন - সর্ব আনন্দস্বরূপ।।

নাম ভগবানের সর্বশক্তি সম্পন্ন মায়িক জগতে অবতীর্ণ হয়ে মায়াকে ধ্বংস করতে প্রবৃত্ত হন। এই জড়জগতে বর্তমান জীববৃন্দের হরিনাম ব্যতীত আর বন্ধু নাই। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।

**কলিযুগের মানুষ স্বল্পবুদ্ধি, মন্দমতি ও মন্দভাগ্য হওয়ায় তারা উপাসনার বস্তু নির্বাচন করতে অক্ষম, সেই কারণেই কলিযুগবাসী আজ চরম বিপদগ্রস্ত।**

এই নামরূপী পরমধন যার সম্পত্তি তিনিই এ জগতে সুখী, এতদ্ব্যতীত আর কোন ধর্ম এ যুগের জন্য কার্যকরী নয়।

অতএব কলিযুগে নামযজ্ঞ সার।
আর কোন ধর্ম কৈলে না হইবে পার।

এটিই ভগবদ্‌ভক্তির মূল রহস্য। যে সকল মানবের আর অন্যগতি নাই যারা বিষয়ভোগী পরদ্রোহী, জ্ঞানবৈরাগ্যবিহীন ব্রহ্মচর্য্যবিদতাপবর্জিত সর্বধর্মচারহীন তারা একমাত্র কৃষ্ণনামানুশীলন দ্বারা যে গতি লাভ করেন, সমুদয় ধার্মিক মিলিত হয়েও সেই গতি পান না। নাম ও নামী অভেদ, শাস্ত্রবাক্য এই যে, যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি। নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি।।

হরিনামই আমার জীবন। এই কলিকালে নাম ভিন্ন জীবের অন্য গতি নাই। অন্য গতি নাই, অন্য গতি নাই। সব সেবার মধ্যে নাম সেবাই শ্রেষ্ঠ, নাম প্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করেছেন যে সব ভাগ্যবানেরা তাঁদের সমস্ত দায়িত্ব ভগবান গ্রহণ করেন। কৃষ্ণভক্তরা সতত ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত এবং তাঁরা ঐশ্বর্যশালী জীবন যাপন করেন। বেঁচে থাকার জন্য তাঁদের সংগ্রাম করতে হয় না। কারণ ভগবানই তাঁদের পালন করেন এবং সব অভাব পূরণ করেন। কৃষ্ণভক্তরা সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণের কৃপার উপর নির্ভরশীল। পূর্ণমাত্রায় শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত। এই শরণাগতির মাত্রা অনুসারে ভগবান তাঁর ভক্তকে কৃপা করেন। পূর্ণশরণাগতি, পূর্ণকৃপা, কিন্তু দুই প্রকৃতির মানুষেরা ভগবানের শরণাগত হতে চায় না। তারা ভগবানের ভগবত্তাকে মানে না তাঁর ঐশ্বরিক শক্তির উপর নির্ভরশীল নয়। কথায় বলে 'ঈশ্বর না মানে দুরাচারে।' শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর ভাগবত ভাষ্যে লিখেছেন, পেঁচার বংশে যাদের জন্ম, তারা ভগবানকে অস্বীকার করে। দিনের আলোতে পেঁচা চোখ বন্ধ রাখে, তাকে যদি বলা হয় চোখ খোল, আকাশে সূর্যকে দেখ, সে বলে আমি চোখ খুলবো না, আকাশে তো সূর্য নেই। যাদের পেঁচার স্বভাব তারা পরমনিয়ন্তা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে না। তাঁর বিরোধিতা করে। আধুনিক বিজ্ঞানও ভগবানকে অস্বীকার করে। কিন্তু পৃথিবীর বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকরা একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে, সবকিছুর পেছনে রয়েছেন একজন পরমনিয়ন্তা। ঈশ্বর সকলের মধ্যেই বিরাজমান — ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জুন তিষ্ঠতি - ১৮। ৬১ তবুও সমস্ত বৈজ্ঞানিকগণ তাঁর খোঁজ পাননি কেন? তার কারণ তাদের চর্চা ছিল ভৌতিক আবিষ্কার। ভগবানকে জানা নয়, ভগবান গীতায় বলেছেন নাহং প্রকাশ্য সবস্য যোগমায়া সমাবৃত। আমি আমার যোগমায়া দ্বারা আচ্ছাদিত থাকি। প্রভুত্বের কাছে নিজেকে প্রকাশ করি না। ভক্ত্যা মাম্ অভিজানাতি (গী ১৮। ৫৫) আমার ভক্তের কাছে আমি নিজেকে প্রকট করি, তাই ভক্তই ভগবানকে জানতে পারেন। অভক্তের কাছে তা শুধু জল্পনা কল্পনা। কিন্তু মানুষ যদি চিন্তাশীল হয়, বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে তারা বাধ্য হবে ভগবানকে মানতে। পরিণামকে দেখে কেউ যদি তার কারণকে খোঁজার জন্য একটু যত্নশীল হয় তাহলে সর্বকারণের কারণ গোবিন্দ তাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হবেন। জল, বায়ু, অন্ন যা প্রত্যেক প্রাণীরই বেঁচে থাকার জন্য আবশ্যক, তা সবই প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। জড়া প্রকৃতি ভগবানের অধ্যক্ষতার কার্য করছে গীতা ৯। ১০ কোন মানুষ তাদের কারখানায় মানুষ তৈরী করতে পারে না। বিচার বুদ্ধি দিয়ে যদি চিন্তা করা যায় তাহলে এই তথ্য সহজেই বোধগম্য হয় যে, নিত্যো নিত্যানাম্ চেতনশ্চেতনানাম্, একো বহূনাম্ যো বিদ্‌ধাতি কামান্ — নিত্যের মধ্যে পরম নিত্য, চেতনের মধ্যে পরমচেতন, এক অদৃশ্য শক্তি জীবকে তার জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু পর্যাপ্ত পরিমাণে সরবরাহ করছেন। যাতে আমরা সুখে থেকে নিষ্ঠাভরে শ্রীহরির সেবাকীর্তন করতে পারি।

ভগবানের কাছ থেকে বিনামূল্যে, বিনা খরচে সমস্ত সুযোগ সুবিধা পেয়েও যদি তাঁর আনুগত্য স্বীকার না করি, তাঁর সেবা-পূজা, গুণকীর্তন না করি তাহলে আমরা নিশ্চয়ই সেই পরমপিতার চরণে অপরাধী ও তাঁর অবাধ্য সন্তান রূপেই পরিগণিত হব। পিতার বাধ্য পুত্র কখনো পিতার ইচ্ছার বিরোধিতা করেন না এবং তার ফলে সে পরিবারের অধ্যক্ষ পিতার অনুগামী হয়ে অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করে। তেমনই সমস্ত জীবের কর্তব্য হচ্ছে পরমপিতা পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে তাদের কর্তব্য সম্পাদন করে পিতার বিশ্বস্ত পুত্রের মতো সুখে স্বাচ্ছন্দে জীবন যাপন করা। পিতার অবাধ্য সন্তানেরা সুখী হতে পারে না। তেমনই ভগবৎসেবা বিমুখ আধুনিক মানব সভ্যতাও নিরন্তর নারকীয় যন্ত্রনা ভোগ করছে এবং নানা সমস্যায় জর্জরিত হয়ে আছে।

জীবের স্বরূপগত বৃত্তি হচ্ছে সেবা করা। প্রতিটি জীবই কারও না কারও সেবায় যুক্ত। জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ, 'মামৈবাংশো জীবলোকে জীবভুতঃ সনাতনঃ' (গীতা ১৫।৭) অংশের কাজ পূর্ণের সেবা করা, বদ্ধজীব চিরকাল অজ্ঞানের অন্ধকারে নিদ্রিত থাকার ফলে তার প্রকৃত হিত কিসে হয় বুঝতে পারে না। সেই কারণে তারা ভগবৎ সেবাবিমুখ। যখন সে মায়ার দ্বারা প্রভাবিত থাকে তখন সে মায়ার সেবা করতে চায়। মায়ার বশীভূত জীব তার অনিত্য দেহের সেবায় স্ত্রী পুত্র আদি দেহ সম্বন্ধিয় আত্মীয় স্বজনের সেবায় এবং গৃহ, ভূমি, ধন, সম্পদ, সমাজ, দেশ ইত্যাদি দেহ এবং দেহ সম্বন্ধীয় বিষয় সমূহের রক্ষণাবেক্ষণের কাজে সর্বদা যুক্ত থাকে। সে বুঝতে পারে না তার এ সমস্ত সেবা সম্পূর্ণ মায়িক। জাগতিক দৃষ্টিতে এসব কার্যকলাপ মানব-কল্যাণকর হলেও এসব কাজের কোন পারমার্থিক মূল্য নেই। কারণ এ সবের মূলে রয়েছে জড় সুখভোগের আয়োজন, সেবা বৃত্তির পূর্ণতা তখনই প্রাপ্ত হয় যখন এই সেবার বাসনা জড়বস্তু থেকে আত্মায় ও শয়তান থেকে ভগবানে স্থানান্তরিত করা হয়। প্রেমভক্তিতে কৃষ্ণসেবা করলে কৃষ্ণ তাকে মুক্তিরূপ তুচ্ছফল না দিয়ে ভক্তিরূপে মহাফল দান করেন। জ্ঞান ও বৈরাগ্য যা দিতে পারে না ভক্তি দ্বারা তা অনায়াসে লব্ধ হয়। সাধকের যুক্ত বৈরাগ্য প্রয়োজন। ফল্গু বৈরাগ্য পরিত্যাজ্য। এটাই কৃষ্ণভক্তির অনুকূল এবং সার্বজনীন ধর্ম, দেশ কাল, জাতিভেদে ইহার কোন তারতম্য নাই। যিনি তাঁর সবকিছু তাঁর প্রাণ, তাঁর বিত্ত, তাঁর বুদ্ধি, তাঁর বানী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত করেছেন অথবা করতে চান, তিনিই ধর্ম আচরণ করছেন। এছাড়া যা কিছু সেবার নামে চলছে তা প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির সেবা। ধর্মের নামে ছলনা মাত্র। কপটভক্তি বা কৈতর্ব ধর্ম মানবসমাজকে বিপথগামী করে। শ্রীমদ্ভাগবতে (১। ২। ৬) বলা হয়েছে, স বৈ পুংসাং পরোধর্ম যতো ভক্তিরধোক্ষজে— অর্থাৎ যে ধর্ম ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হতে সাহায্য করে সেই ধর্ম হচ্ছে পরম ধর্ম। পরম ধর্ম মানে ভগবানের বিধি বিধানের আনুগত্য স্বীকার। সেটিই হচ্ছে সর্বকালীন সর্বজাতীয় ও সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মের সংজ্ঞা। কলিযুগের মানুষ স্বল্পবুদ্ধি, মন্দমতি ও মন্দভাগ্য হওয়ায় তারা উপাসনার বস্তু নির্বাচন করতে অক্ষম, সেই কারণেই কলিযুগবাসী আজ চরম বিপদগ্রস্ত।

প্রায়েনাল্পায়ুষঃ সভ্য কলাবস্মিন্ যুগে জনাঃ।
মন্দা সুমন্দমতয়ো মন্দভাগ্যা হ্যপদ্রুতাঃ।।

অর্থাৎ কলিযুগের মানুষেরা প্রায় সকলেই স্বল্পায়ু। তারা কলহ প্রিয়, অলস, মন্দমতি, ভাগ্যহীন, সর্বদা ঠান্ডা, গরম, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ সর্বোপরি নিরন্তর নানা রোগের দ্বারা উপদ্রুত থাকবে।

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হইতে হইবে সর্ব জগৎ নিস্তার।।

কলিকালে ভগবান শ্রীহরি নামের অবতার নিয়েছেন। এই নাম প্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করলে সর্বজগত নিস্তার পাবে।

# ব্রজধাম দর্শন

সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী

### যাবট

নন্দগ্রাম থেকে ঈশাণ কোণে প্রায় চার কিলোমিটার দূরে যাবট গ্রাম। কোশীকলা থেকে সাত কিলোমিটার নৈঋত কোণে যাবট। যাবটের বর্তমান নাম যাও। এখানে এক বট বৃক্ষ মূলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রিয়তমা রাধারানীর চরণ কমল যাবক রসে সুরঞ্জিত করেছিলেন। সেই বটবৃক্ষের নাম অনুসারে গ্রামটি যাবট নামে অভিহিত। এই গ্রামেই রাধারানীর শ্বশুরালয়। গ্রামের বায়ুকোণে পিয়লকুণ্ড। কুণ্ডের পশ্চিম পাড়ে রাধিকা পারিজাত ফুল গাছ রোপন করেছিলেন। গ্রামের নৈঋতে বৎসখোর। এখানে রাধিকা সুবল বেশে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন।

ওহে শ্রীনিবাস আর এই রম্য স্থান।
এই দেখ যাওগ্রাম যাবট আখ্যান।।
দেখ অভিমন্যুর আলয় এইখানে।
এথা বিলসয়ে রাই সখীগণ সনে।।
অভিমন্যু শ্রীযোগমায়ার প্রভাবেতে।
রাধিকা কি কথা ছায়া না পায় স্পর্শিতে।।
অভিমন্যু রহে নিজ গো গোপ সমাজে।
জটিলা-কুটিলা সদা রহে গৃহকাজে।।
(ভক্তি রত্নাকর ৫। ১০৭৩)

শ্রীল রূপ গোস্বামী উল্লেখ করেছেন —

শ্বশুরো বৃকগোপশ্চ দেবরো দুর্মদাভিধঃ।।
শ্বশ্রূস্তু জটিলা খ্যাতা পতিম্মন্যোহভিমন্যুকঃ।
ননদা কুটিলা নাম্নী সদাছিদ্রবিধায়িনী।।
(লঘু শ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশ দীপিকা ১৭৪)

শ্রীরাধার শ্বশুরের নাম বৃক ঘোষ, দেবরের নাম দুর্মদ, শাশুড়ী বিখ্যাতা জটিলা, অভিমন্যু হচ্ছে পতিম্মন্য অর্থাৎ পতি বলে অভিমান মাত্র করে থাকে, প্রকৃত পতি শ্রীকৃষ্ণ। ননদিনীর নাম কুটিলা। সে সর্বদা রাধার দোষ অনুসন্ধানে তৎপরা।

আয়ান বা অভিমন্যু ঘোষ বেশ ব্যস্ত কর্মক্ষম ও সুন্দর দর্শন ব্যক্তিত্ব। রাধারানীর জ্যেঠা-কাকারা তাঁর সাথে রাধারানীর বিবাহ সম্বন্ধ করেছিলেন। তখন রাধারানী কৃষ্ণকে বলেন, তোমায় ছাড়া কারও দিকেই আমি তাকাই না। তুমি আমার পাণিগ্রহণ কর। কৃষ্ণ তখন বলেন, আয়ান আমারই অংশ, তার সাথে বিবাহ সম্বন্ধ করলে ক্ষতি কিছু নেই। রাধা তখন বলেন পূর্ণ আর অংশ — ওসব বুঝব না। যমুনায় ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বিসর্জন দিলে সব সমস্যা ঘুচবে। কৃষ্ণ বললেন, হে রাধে, তোমাকে আমি কথা দিচ্ছি, তুমি আমারই নিত্য প্রিয়া। বিবাহ বাসরে পুরোহিত তোমার সাথে আমায় বিবাহ সম্পাদন করবে। কিন্তু তুমি আমাকে একটি কথা দাও — আয়ান ঘোষের গৃহে তুমি থাকবে মাত্র। অনেক কষ্ট হলেও রাধা সেই কথায় সায় দিয়েছিলেন।

আয়ান ঘোষের পূর্ব জন্মে শ্রীহরি দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় কঠোর তপস্যায় দিন অতিবাহিত হলেও শ্রীহরির দর্শন

জটিলা ভবন

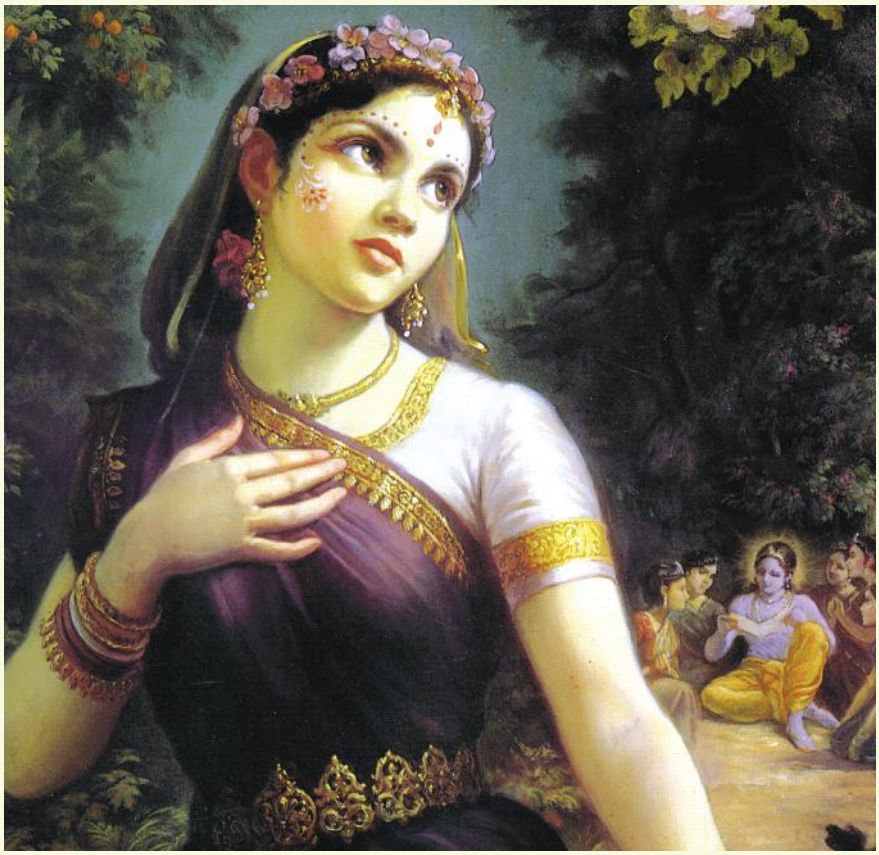

হয়নি। তার পরের জন্মও সেইভাবে তপস্যা করতে লাগলেন। শ্রীহরি তখন দর্শন দিয়ে বলেন, হে বৎস, তুমি কি বর চাও বলো। তপস্বী চিন্তা করলেন ভগবান শ্রীহরি আমাকে অনেক দিন পরে দর্শন দিলেন। সেইজন্য কিছুটা বিক্ষুব্ধ ভাব অন্তরে কাজ করছিল। তাই তপস্বী বললেন, হে প্রভু, আপনি সত্যিই আমায় বর দেবেন। যা চাইব তাই দেবেন। শ্রীহরি বললেন, হ্যাঁ বৎস, তুমি যা চাইবে তাই দেবো। তপস্বী শ্রীহরিকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করতে চেষ্টা করলেন, ভাবলেন, আমি এমন কিছু চাইব যে, ভগবান তাঁর কথা রাখতেই পারবেন না। তাই বললেন, হে ভগবান, আমি লক্ষ্মীকে স্ত্রী রূপে পেতে চাই। শ্রীহরি বললেন, তথাস্তু, কিন্তু লক্ষ্মীকে গৃহিণীরূপে পেলেও তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। এই বলে শ্রীহরি অন্তর্হিত হলেন।

বর্ষানাতে শ্রীহরিপ্রিয়া রাধারানী বিবাহ বেদীতে বররূপী কৃষ্ণকে দেখছেন। প্রায় সবাই বেদীতে শ্রীকৃষ্ণকেই আয়ান ঘোষ দেখেছেন। আসল আয়ান ঘোষ দর্শকের মতো বরযাত্রীদের সাথে বসে বিবাহ অনুষ্ঠান দর্শন করছে। তার স্মৃতি লুপ্ত হয়েছে। তাই তাঁর মনেই নেই যে, তিনি বিয়ে করতে এসেছেন, না কি বিয়ে দেখতে এসেছেন। বিবাহ কার্যাদি নানাবিধ ক্রিয়াকলাপের পর পালকীতে রাধা-কৃষ্ণকে বসিয়ে যাবটের দিকে বেহারাগণ নিয়ে যাচ্ছে। নানা বাজনা বাজছে। বহু বরযাত্রী পালকীর সামনে ও পিছনে থেকে চলতে লাগল, আয়ান ঘোষও যাত্রীদের সঙ্গে চলছিলেন। যাবটে পালকী থামলে কৃষ্ণ সরে পড়লেন। পৌর্ণমাসীদেবী, যিনি যোগমায়া, তিনি আয়ানের মাথায় ও পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন। তখনই আয়ান ঘোষের মনে হলো, ওহ আমি বিয়ে করে এলাম। বউকে এখন সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢুকতে হবে। তার আগে আয়ানকে একটু দুরে নিয়ে পৌর্ণমাসী বললেন, হে আয়ান, তোমাকে অত্যন্ত গোপনীয় কথা বলি, তোমার পূর্বজন্মের তপস্যার ফলে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবীকে গৃহিণী রূপে পেয়েছ। এ তোমার বিরাট সৌভাগ্য। তবে কখনও তুমি তাকে স্পর্শ করবে না। সে যা করবে তাতে বাধা দেবে না। এতে তোমারই মঙ্গল হবে। এই কথাটি তুমি কারও কাছে প্রকাশ করো না। পৌর্ণমাসী দেবীকে প্রণতি নিবেদন করে আয়ান বললেন, আমি কাউকে বলবো না।

যাই হোক, রাধারানী গৃহিণীর মতো থাকলেও প্রতিদিন শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ করতেন। সখীদের সাথে সূর্যপূজা, পুষ্পচয়ন, দধি বিক্রয়, যমুনা থেকে কলসীতে করে জল আনয়ন প্রভৃতি কার্য ছলে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের সাথে মিলিত হতেন। শ্রীকৃষ্ণও সখাদের সাথে নয়-দশ লক্ষ গাভী সঙ্গে নিয়ে চারণ করতে যাওয়া, সূর্য পূজায় পুরোহিত, যমুনা পারাপারের মাঝি প্রভৃতি কার্য ছলে গিয়ে নানাবিধ মধুর লীলা বিলাসে যুক্ত হতেন।

কৃষ্ণপ্রিয়া রাধা সম্বন্ধে আয়ান সবসময়ই নির্বিকার ও উদাস ছিলেন। তিনি সবসময় নানাবিধ কর্মেই ব্যস্ত থাকতেন। আয়ানের মাতা জটিলা রাধারানীকে সমাদর করতেন। কিন্তু জটিলাদেবী তার মেয়ে কুটিলার কথা শুনে খুবই বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠতেন। কুটিলা সবসময় রাধারানীকে বিরূপ চরিত্রা বলে সন্দেহ করে, বিশেষ করে কৃষ্ণ সম্বন্ধে তার সন্দেহ সবসময় কাজ করত। আর কৃষ্ণও সবসময় সন্দেহ জনক চরিত্ররূপে কুটিলার চোখের সামনে প্রকাশিত হতেন। যে তাঁকে সন্দেহ

করে তার কাছে তিনি সন্দেহজনক চরিত্ররূপে আসেন, যে তাকে ভালোবাসে তার কাছে তিনি ভালোবাসার পাত্ররূপে প্রকাশিত হন। যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্। প্রতিদিন বিচিত্র ঘটনা ঘটেই চলত ঐ যাবটে।

একদিন দুপুরে উপর তলার ঘরের জানালা দিয়ে দূরে কোনও বট বৃক্ষমূলের দিকে দৃষ্টি পড়ল কুটিলার। সে দেখল কৃষ্ণ বাশীবাজানো ঢঙে ত্রিভঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর তার বামপাশেই একটি নীলশাড়ি পরা ফর্সা মেয়ে তাকে ধরেই দাঁড়িয়ে আছে। কুটিলা ভাবলো, ও নিশ্চয় রাধা, তাই চোখ বড় বড় করে, জোরে শ্বাস নিতে নিতে পায়ে ধুপ ধাপ শব্দ করতে করতে সিড়ি বেয়ে নীচে এসে মা জটিলাকে বলল, তুমি বুড়ী তো খেটে খেটে মরছো, ঘরের সতীলক্ষ্মী বউটার প্রতিও নজর রাখতে তোমার সময় আর কোথায়? জটিলা বলে, কি বলছিস্ তুই? কুটিলা বলে, কি বলছি নিজের চোখে দেখো গিয়ে, তোমার সতী বউমার কীর্তি, নন্দরাজের ছোঁড়ার সঙ্গে গলায় গলায় ভাব। আমি সত্যি বলছি কিনা আগে এসো নিজের চোখেই দেখো।

ছাদঘরের জানালা দিয়ে দূরে বটগাছের মূলে লীলাস্থলীর দিকে জটিলা তাকাতে লাগল। অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ চিত্তে জটিলা একটা অমসৃণ লাঠি তুলে নিয়ে বলল, আজই আমি ওই দুই শয়তানের পিঠে এই লাঠিটা ভাঙবো, নইলে আমার নাম জটিলা নয়। দুপুর রোদে এবড়ো থেবড়ো সোজা পথ ধরে ফোঁস ফোঁস শব্দ করতে করতে হাঁপাতে হাঁপাতে জটিলাদেবী এগিয়ে চললেন। কিছু দূর থেকে জটিলাকে দেখতে পেয়ে কৃষ্ণ দৌড়ে পালিয়ে লুকিয়ে পড়লেন।

জটিলা দাঁত খিঁচিয়ে এগিয়ে গেলেন, মনে মনে বললেন, বেটা পালাবে কোথায়। বাস্তবিকই সেখানে জটিলা বৃথাই বিক্ষুব্ধ চিত্তে গিয়েছিলেন। কারণ, গোচারণে গিয়ে কৃষ্ণ ও সখারা বটতলায় নাটক করছিলেন। কৃষ্ণের সঙ্গে নীল শাড়ি পরা মেয়ে সেজে অভিনয় করছিলেন সুবল সখা। সুবলকেই কুটিলা রাধারানী মনে করেছিল। তাই জটিলাকে দেখে কৃষ্ণের কোনও ভয় পাওয়ার কিছু ছিল না। তবুও কৃষ্ণ আরও কিছু ভেল্কী করার জন্য লুকিয়ে পড়লেন। ঘোমটা টানা অবস্থায় মেয়েরূপী সুবল বুঝতেই পারেনি জটিলা এসেছে। হঠাৎ খপ্ করে তার হাত ধরে জটিলা বলল, আজ তোর বিচার হবে, চল্ বাড়ী। এই বলে ফোঁস ফাঁস করতে করতে তাকে ধরে টেনে নিয়ে চলল জটিলা। সেখানে সুবল চুপ থাকল। ভাবতে লাগল — এই বুড়ি আমাকে নিয়ে কি বিচার করে, দেখি। এ আবার কোন নাটক শুরু হলো রে বাবা। সেও লজ্জা ও ভীত সন্ত্রস্ত ভাব করে চলতে লাগল।

এদিকে আয়ান কোনও কাজকর্ম সেরে তৃষ্ণার্ত হয়ে সবে মাত্র বাড়ি ফিরল। সে একটু জল পান করেই আবার কাজে যাবে। এমন সময় জটিলা এসে পৌঁছাল। রাধারানী রান্না ঘরের রন্ধন কাজ করছিলেন।

ললিতা ও বিশাখা রাধারানীর কাছেই ছিলেন। কোনও এক মেয়েকে জটিলা ধরে এনেছে দেখে তারা ঘরের বাইরে এলেন। ললিতা বললেন, কে ওই মেয়ে? জটিলা কটু কথা শুনিয়ে বললেন, তোরাই সব নষ্টের গোড়া, আমাদের ঘরের, আমাদের কুলের মানসম্মান সব নষ্ট করেছিস তোরা। তোরাই নাটের গুরু। ললিতা বলেন, কি ব্যাপার, খামোকা কেন এত বকছেন? জটিলা সেই ঘোমটা দেওয়া মেয়েটির দিকে হাত বাড়িয়ে বলেন, ওকে জিজ্ঞেস কর, কোথায় গিয়েছিল? ললিতা এসে সেই মেয়েটির ঘোমটা খুলে বলেন, কে তুমি? দেখলেন, সুবল। রাধা নয়। আরে সুবল! কি হয়েছে বলো

তো? সুবল রাগ দেখিয়ে বলে, 'আমরা তো সেখানে নাটক করছিলাম, উনি কেন আমাকে এভাবে ধরে আনলেন সেই প্রশ্নের উত্তরটি আগে জানতে চাই।'

বিশাখার ডাকে ঘর থেকে রাধারানীও বেরিয়ে এলেন। ললিতা তখন আয়ানকে বলে, দেখো তো আয়ান, রাধার নামে দোষ দিয়ে, আমাদেরকেও অনেক খোঁটা দিল তোমার মা। আয়ান বলে, ললিতা, এই সুবলটা কিরকম ছেলে? ও

**নন্দগ্রাম থেকে ঈশাণ কোণে প্রায় চার কিলোমিটার দূরে যাবট গ্রাম। যাবটের বর্তমান নাম যাও। এখানে এক বট বৃক্ষ মূলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রিয়তমা রাধারানীর চরণ কমল যাবক রসে সুরঞ্জিত করেছিলেন। সেই বটবৃক্ষের নাম অনুসারে গ্রামটি যাবট নামে অভিহিত।**

কেন রাধার মতো শাড়ি পরে মায়ের সামনে ভেঙ্কি দেখিয়েছে? ললিতা বলে, দেখো আয়ান, সুবল তোমার বাড়িতে এসে ভেঙ্কি দেখায়নি। সে গরু চরাতে গিয়ে বহু দূর মাঠে মেয়ে সেজে তারা নাটক করছিল। তোমার মা সেখানে দৌড়ে গিয়ে ওকে রাধা মনে করে ধরে এনেছে। অথচ ঘরের মানুষগুলো ঘরের মধ্যে আছে কিনা সেটাই লক্ষ্য করল না।

জটিলা তখন সুবলকে আদর করে সুবলের দাড়িতে চুমা খেয়ে বলে, বাবা সুবল, আমার ওপর রাগ করো না, আমি বুড়ো মানুষ, চোখে ভালো দেখতে পাই না, আমি ঘরেই কাজ করছিলাম। আমার ওই মুখপুড়ি মেয়েটা আমাকে বলল, রাধা ওখানে নাকি অন্যের সাথে মিশেছে, যেই শুনলাম আমার মাথা গরম হলো, এই দুপুরের গরমে আমার মাথা ঠিক থাকে না। তাই তোমাকে রাধা মনে করে ধরে আনছিলাম। আমাকে বাবা ভুল বোঝো না।

আচ্ছা, বাবা সুবল, আমি তোমাকে যখন অতদূর থেকে টেনে নিয়ে আসছিলাম, তখনই বা কেন তুমি কোনও কথা বলনি? সুবল বলল, আপনি আমার দিকে না তাকিয়ে, কোনও রকম কথা না বলে, কেবল মাত্র বাড়ীতে গিয়েই সমস্ত বিচার হবে তার আগে কোনও কথা নয় বলেই হাত ধরে হাঁসফাস করতে করতে খুব দ্রুতভাবে চললেন, আমি তখন, থতমত খেয়ে ভাবলাম, কি জানি বাবা, কোন্ নাটক করতে গিয়ে কোন্ নাটক শুরু হলো, কথা বলারও উপায় নেই। মুখ খুললেই শুধু শুধু খামোকা চড় চাপড় খেতে হবে কিনা সেই ভয়ে চুপ ছিলাম। জটিলা সুবলকে বলেন, বাবা, রাগ করো না, তুমি জল খাবে। সুবল বলল, হ্যাঁ। জটিলা বললেন, বাবা যাও ঘরে জল পান করো, সুবল তখন রাধারানীর কাছে গিয়ে রাধার মন জেনে তাঁকে কৃষ্ণের সংবাদ দান করলেন।

এই সুবলের অঙ্গকান্তি গৌরবর্ণ। নীলবসন প্রায়ই পরে থাকেন। নানা রত্নে এবং বিভিন্ন ফুলের মালায় তিনি সুশোভিত থাকেন। কৈশোর বয়ঃক্রমে উজ্জ্বল।

রাধারানীর দেবর দুর্মদ হচ্ছে রাধাভগ্নী অনঙ্গমঞ্জরীর পতি। অনঙ্গমঞ্জরীর অঙ্গকান্তি অতীব মনোহারিনী বসন্তকালের স্বর্ণকেতকী ফুলের মতো। ললিতা ও বিশাখা দেবীর সমধিক প্রীতিপাত্রী অনঙ্গমঞ্জরীর শ্বশুরালয় এই যাবটেই।

যাবট লীলা

# রথযাত্রা

## প্রকৃত প্রেম বিনিময়

**শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ**

শ্রীকৃষ্ণের সকল ভক্তের কাছে রথযাত্রা একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। এই দিনে পরমেশ্বর ভগবান প্রত্যেককে দর্শন দান করার জন্য পথে নেমে আসেন। ভগবান জগন্নাথ হলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর পরম করুণা সর্বজনবিদিত। সেইজন্য তিনি প্রতিজনকে করুণা দান করেন। শ্রীজগন্নাথ অষ্টকে রয়েছে —

*জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে*

— অর্থাৎ হে ভগবান জগন্নাথ, কৃপা করে আমার নয়নপথে আবির্ভূত হন।

### ভগবান জগন্নাথ কে?

আমরা সীমিত, তুচ্ছ, অনুচেতনার স্ফূলিঙ্গ এবং ভগবান হলেন পরমেশ্বর ভগবান। অণু কখনও অসীমকে উপলব্ধি করতে পারে না। যদি ভগবান করুণা করে আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হন তাহলে আমরা তাঁকে দর্শন করতে পারব। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, তাঁর অহৈতুকী কৃপার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ আমাদেরকে তাঁর দর্শন অনুমোদন করেছেন।

কে এই ভগবান জগন্নাথ? 'জগত' অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টি। 'নাথ' অর্থাৎ ভগবান। ভগবান জগন্নাথ সমগ্র জাগতিক সৃষ্টির ভগবানই শুধু নন, তিনি চিন্ময় আকাশ যা নিত্য, যার আদি ও অন্ত নেই তারও ভগবান।

ভগবান জগন্নাথ, সমগ্র জাগতিক এবং পারমার্থিক জগতের ভগবান, যিনি আমাদের সৌভাগ্য সৃষ্টি করতে পথে নেমে আসেন। তাঁর রথ টানা, অথবা তাঁর সম্মুখে নৃত্য-কীর্তন করার কথা কি বলব, আমরা যদি তাঁর গমন কালে এক মুহূর্তও দর্শন লাভ করি, তাতেই সকল পাপ থেকে মুক্ত হব এবং তাঁর সাথে প্রেমময় সম্পর্ক স্থাপন করে প্রকৃত আনন্দের অভিজ্ঞতা লাভ করব।

### প্রকৃত সুখ শুধু প্রেমের আদান-প্রদানেই রয়েছে

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্তদের সাথে প্রেমময় আদান-প্রদানের জন্য উৎসুক ছিলেন এবং এই প্রেমময় আদান-প্রদানের মাধ্যমেই তিনি স্বয়ং আনন্দলাভ করেন ও ভক্তদের আনন্দ দেন। প্রেম এবং আনন্দ পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। পরমেশ্বর ভগবানের সাথে প্রেমময় সম্পর্কের আদান-প্রদানের মাধ্যমেই

প্রকৃত আনন্দের অভিজ্ঞতা লাভ করা সম্ভব। এই জগতেও প্রেমের সম্পর্ক রয়েছে এবং এই সম্পর্কে একজন কিছু সুখ পেতে পারে। যদিও এটি অনিত্য, গৌণ এবং মায়াধীন। 'মায়া' অর্থ যা প্রকৃতপক্ষে নেই। উদাহরণ স্বরূপ, মরীচিকায় জল ভ্রম হয়, সেইজন্য যখন আমরা তৃষ্ণার্ত হই আমরা মরীচিকার প্রতি ধাবিত হই, যদিও এইরূপে মরীচিকার প্রতি ধাবিত হয়ে কখনোই আমাদের তৃষ্ণা নিবৃত হবে না। অনুরূপভাবে জাগতিক প্রকৃতিতে প্রেমময় সম্পর্কের মাধ্যমে আনন্দ উপভোগ এক ব্যর্থ প্রচেষ্টা। পরমেশ্বর ভগবানের সাথে এক প্রেমময় আদান-প্রদানের মাধ্যমেই একজন প্রকৃত আনন্দের অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে।

চিন্ময় আকাশে বিশেষতঃ বৃন্দাবনে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্তগণের সাথে প্রেমময় আদান-প্রদানের অপূর্ব লীলা করেছেন। গোলোক বৃন্দাবনে, শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর ভগবান রূপে লীলা করেন না। তিনি সাধারণ গোপবালক। তিনি কারোর সখা, কারোর পুত্র এবং কারোর মধুর প্রেমের বিষয়। বৃন্দাবনে প্রত্যেকে শ্রীকৃষ্ণকে ভালোবাসেন। কখনও সেই প্রেম বর্ধিত করার জন্য ভগবান প্রস্থান করেন এবং ভক্তগণ দুঃখসাগরে নিমজ্জিত হন।

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূণ্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দ বিরহেণ মে।।

হে গোবিন্দ! তোমার অদর্শনে আমার 'নিমেষ' সমূহ যুগবৎ বোধ হচ্ছে, চক্ষুদ্বয় মেঘের মত অশ্রুবর্ষণ করছে এবং সমস্ত জগৎ শুণ্যপ্রায় বোধ হচ্ছে।

বৃন্দাবনবাসীগণের কাছে শ্রীকৃষ্ণের বিরহ যুগপৎবোধ হয়, সেইজন্য তীব্র বিরহের অনুভূতিতে তাদের চক্ষে সদাই অশ্রুবর্ষিত হয়।

### প্রথম রথযাত্রা

একদা সূর্যগ্রহণের সময় বৃন্দাবনবাসীগণ সমস্ত পঞ্চক সরোবরে অবগাহন করার উদ্দেশ্যে কুরুক্ষেত্রে গমন করেন। এই বিশেষ পুণ্যতিথিতে শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, সুভদ্রা এবং দ্বারকার অন্যান্য পার্ষদদের সঙ্গে সেখানে এসেছেন। ব্রজবাসীগণ একশত বৎসর শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাননি এবং যখন তারা শুনলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ এসেছেন তারা তাঁকে দর্শন করার জন্য ধাবিত হলেন। যখন তারা এসে পৌঁছলেন তারা দেখেন, শ্রীকৃষ্ণ রথে উঠে যাবার জন্য প্রস্তুত। তারা আবেগমথিত হয়ে রথের রশি ধরে বৃন্দাবনের দিকে নিয়ে চললেন।

সুতরাং এই হলো রথযাত্রা উৎসব। এই হলো শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর ভক্তদের মধ্যে প্রেমভাবের আদান-প্রদান। এই উৎসবে যোগদানের মাধ্যমে আমরা সেই প্রেমের আদান-প্রদানে অংশগ্রহণ করি এবং এইরূপে আমাদের হৃদয়ের কাম্য প্রকৃত আনন্দ উপলব্ধি করি।

## দেবগণ সহ ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ কর্তৃক

# শ্রীজগন্নাথ স্তুতি

**নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণ হিতায় চ।**
**প্রণতার্তি বিনাশায় চতুর্বর্গৈকহেতবে।।**
**হিরণ্যগর্ভ পুরুষ প্রধানাব্যক্তরূপিণে।**
**ওঁ নমো বাসুদেবায় শুদ্ধজ্ঞানস্বরূপিণে।।**

গোবিন্দ গো-ব্রাহ্মণহিত তোমারে প্রণাম।
প্রণত জনের ঘুচাও সর্ব অকল্যাণ।।
দয়াময় পুরুষপ্রধান অব্যক্ত ভগবান।
শ্রীবাসুদেব পরমেশ্বর বিশুদ্ধ বিজ্ঞান।।

**সহস্রশীর্ষঃ পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।**
**স ভূমিং সর্বতো ব্যাপ্য অধ্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্।।**
**য পুমান্ পরমং ব্রহ্ম পরমাত্মেতি গীয়তে।**
**ভূতম্ ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ সর্বং পুরুষ এব তৎ।।**

সহস্রশীর্ষ সহস্রচক্ষু চরণ সহস্র।
পরম পুরুষ পরমাত্মা পরম ব্রহ্ম।।
নিখিল দেহে সর্বস্থলে ব্যাপ্ত ভগবান।
নাভি হতে দশ আঙ্গুল ঊর্ধ্বে অবস্থান।।
সর্বকালে সর্বদেশে তুমি বিদ্যমান।
ভূত-ভব্য-ভবিষ্যত তোমার অবধান।।

**এতাবানস্য মহিমা জ্যায়ানেষ পুমান্ প্রভুঃ।**
**পাদোহস্য বিশ্বভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।।**

সর্বলোকে সর্বকালে যাঁহার গুণগান।
তুমিই সেই পুরাণ পুরুষ মহতো মহীয়ান।।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাহার এক চতুর্থাংশ।
বৈকুণ্ঠজগত তাহার বাকী তিন অংশ।।

**ত্বমেব জগতাং নাথস্ত্বমেব পরিপালকঃ।**
**উগ্ররূপশ্চ সংহর্তা ত্বমেব পরমেশ্বরঃ।।**
**ত্বমেব যজ্ঞো যজ্ঞাংশস্ত্বং যজ্ঞেশ পরাৎপরঃ।**
**শব্দব্রহ্মঃ পরং ত্বং হি শব্দব্রহ্মাসি বিশ্বরাট্।।**

জগতের পালনকর্তা তুমি জগন্নাথ।
জগতের সংহারকর্তা পরম সংঘাত।।
তুমি যজ্ঞ, যজ্ঞ-অংশ তুমি যজ্ঞেশ্বর।
তুমি শ্রীনাম শব্দব্রহ্ম পরম ঈশ্বর।।

**স্বরাট্ সম্রাট জগন্নাথ বিরাড়সিক জগৎপতে।**
**অধশ্চোর্ধ্বঞ্চ তির্যক্ ত্বং ত্বয়া ব্যাপ্তং জগন্ময়।।**
**প্রাপুযন্তি পরং স্থানং ত্বাং যজন্তশ্চ যাজ্ঞিকাঃ।**
**ভোজ্যং ভোক্তা হবির্হোতা হবনং ত্বং ফলপ্রদঃ।।**

স্বরাট স্বাধীন স্বতন্ত্র তুমি জগন্নাথ।
অধঃ ঊর্ধ্ব সর্বলোকের তুমিই সম্রাট্।।
নিখিল জনের যজ্ঞভোক্তা তুমি নারায়ণ।
যজ্ঞ-যজ্ঞফল-দাতা তুমি সে কারণ।।
ভক্তিসহ যেই করে তোমার আরাধন।
পরম ধামে যাত্রাশক্তি সে করে অর্জন।।

**সমস্তকর্মভোক্তা ত্বং সর্বকর্মাত্মকঃ প্রভো।**
**সর্বকর্মোপকরণং সর্বকর্মফলপ্রদঃ।।**
**কর্মপ্রেরয়িতা ত্বং হি ধর্মকামার্থসিদ্ধিদঃ।**
**ত্বামৃতি মুক্তিদঃ কোহন্যো হৃষীকেশ নমোহস্তু তে।।**

সমস্ত কর্মের ভোক্তা কর্মের স্বরূপ।
সর্বকর্ম উপকরণ তুমি বিশ্বরূপ।।
নিখিল কর্মফলদাতা কর্ম প্রেরণা।
কর্ম তুমি করাও যার যেমন বাসনা।।
ধর্ম-অর্থ-কামকামী আর মোক্ষকামী।
সর্বকাম পূর্ণ করো হৃষীকেশ তুমি।।
কিবা চাহি, কি না চাহি, সব জানো তুমি।
অহৈতুকী শরণাগতি তোমারে প্রণমি।।

**সংসারপতিতস্যৈকো জন্তোস্তং শরণং প্রভো।**
**ত্বৎসৃষ্টো ত্বাদৃশো নাস্তি যো দীনপরিপালকঃ।।**
**দীননাথৈকশরণম্ পিতা ত্বং জগতঃ প্রভো।**
**পাতা পোষ্টা ত্বমেবেশ সর্বাপদ্বিনিবারকঃ।।**

সংসারে পতিত জীবের একান্ত আশ্রয়।
দুনিয়াতে দীনপালক আর কেউ নয়।।
তুমি জগতের পিতা অনাথশরণ।
বিপদ ঘুচায়ে করো জগতপালন।।
তুমি বিশ্বপালনকর্তা প্রভু জগন্নাথ।
শরণাগত জনে করো কৃপা দৃষ্টিপাত।।

**বয়ং চ্যুতাধিকারস্ত্বাং প্রপন্নাঃ শরণং প্রভো।**
**ত্রাহি নঃ পুণ্ডরীকাক্ষ অগতীনাং গতির্ভব।।**

বৈদিক জীবনধারা সবার অধিকার।
প্রীতিভরে সবাই থাকে, আনন্দ সবার।।
কভু তুমি বিনাশ করো আসুরী আক্রমণ।
অগতির গতি প্রভু অনাথশরণ।।
পদ্মনয়ন হে ভগবান প্রভু জগন্নাথ।
ভক্তজনের প্রতি করো কৃপা দৃষ্টিপাত।।

**অনুবাদ ঃ সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী**